শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ

(বঙ্গানুবাদ)

শ্রী(গিরিধর)দাস প্রণীত

শ্রীনিত্যানন্দ রাম দ্বারা
সম্পাদিত

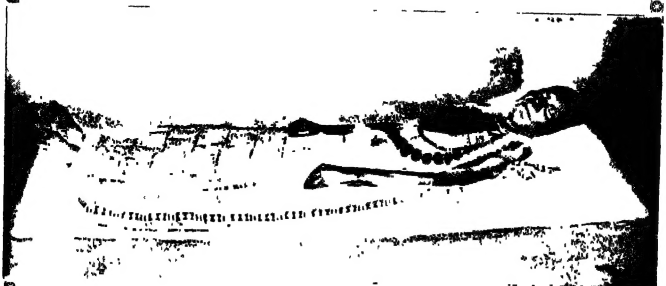
৬৮।১ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
শ্রীবিশ্বনাথধাম হইতে শ্রীনিত্যানন্দ রাম দ্বারা
প্রকাশিত
১৩৩৯ সাল—শ্রীশ্রীরাসপূর্ণিমা

মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

প্রিণ্টার—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত
নলিনী প্রেস
২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি"॥



মহাত্মা শ্রীমৎ বিহারীলাল রায়।

জন্ম—১৭ই চৈত্র, ১২৫৭ সাল। মৃত্যু—৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ সাল।

ভূমিকা

আমার পরমারাধ্যতম খুল্লতাত ভক্তপ্রবর ৺বিহারী লাল রায় মহোদয়ের বৈষ্ণব-সাহিত্যানুরাগের বিষয় সর্ব্বত্রই সুবিদিত। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ রসিকমোহ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এবং অন্যান্য বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ দ্বারা তিনি যে সকল গ্রন্থ প্রণীত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই সকল গ্রন্থ বৈষ্ণব-সাহিত্যে সমাদৃত ও সুপ্রচারিত হইয়াছে। তজ্জন্য তিনি বৈষ্ণব সমাজের পরম আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন। আমাদের পরম দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে ভক্তপ্রবর রায়-মহোদয় গত বৎসরে আমাদিগকে শোক সাগরে ভাসাইয়া শ্রীধামে গমন করিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রচার-কল্পে তাঁহার অতীব বলবতী তৃষ্ণা ছিল। তিনি জীবিত থাকিলে এই সময়ের মধ্যে আরও দুই একখানি সদ্গ্রন্থ প্রকাশিত ও মুদ্রিত হইত।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির দ্বিতীয় খণ্ড তাঁহার জীবদ্দশায় মুদ্রিত হইতেছিল কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে তিনি উহার পরিসমাপ্তি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। উহার কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেই গ্রন্থে রসময়দাসকৃত পদ্যানুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে; কিন্তু ইহার অনেক পূর্ব্বে বসুমতী যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত গীতগোবিন্দ গ্রন্থের একখানি সংস্করণে উহা প্রকাশিত হয়। যখন চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির ২য় খণ্ড যন্ত্রস্থ ছিল, সেই সময়ে গীতগোবিন্দের অন্য একখানি পদ্যানুবাদ শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই পুঁথি তাঁহার হস্তার্পণ করেন। এই পুঁথিখানি পাইয়া তঁহোর মনে এই দুঃখ হয় যে যদি তাঁহার শ্রীগীতগোবিন্দ মুদ্রণের সময় এই পুঁথিখানি তিনি প্রাপ্ত হইতেন তবে এই পদ্যানুবাদও সেই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিতেন। ফলতঃ এই

গ্রন্থখানি মুদ্রণের ইচ্ছা তাঁহার মনে বলবতী ছিল। কিন্তু বিধাতার বিধানে তাঁহাকে এইরূপ বহু আশা ফলবতী হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহাকে শ্রীধামে প্রস্থিত হইতে হইল। আমার ন্যায় নিঃস্ব ও অযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা তাঁহার মনোগত বাসনাগুলি পূরণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই; তথাপি এই গ্রন্থখানি মুদ্রণে তাঁহার যে অভিলাষ ছিল তাহা পূর্ণ না করিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। যে পাণ্ডুলিপি খানি আমাদের হস্তগত হইয়াছিল তাহা ভ্রম প্রমাদে পরিপূর্ণ,—উহা কোন অজ্ঞ লোকের লিখিত। এই নকলকারী ব্যক্তির অনবধানতা ও ভাষাজ্ঞানের অভাবে উহা মুদ্রিত করা প্রথমতঃ অসঙ্গত বলিয়াই বিবেচিত হয়, কিন্তু পরে ভাবিয়া দেখিলাম উহা যেমনই হউক আমাকে তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিতেই হইবে। বৈষ্ণব পাঠকগণ অবশ্যই কোন না কোন প্রকারে উহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন। বিশেষতঃ একখানি বিলুপ্ত প্রায় গ্রন্থ এতদ্দারা সংরক্ষিত হইবে। অতঃপর ভাল পাণ্ডুলিপি কাহারও হস্তগত হইলে এবং কোন সদাশয় ব্যক্তির ইচ্ছা হইলে তিনি উহার উত্তম সংস্করণ প্রকাশ করিতে পারিবেন।

সম্প্রতি আমি আমার পূজ্যপাদ খুল্লতাত ৺বিহারীলাল রায় মহোদয়ের শেষ-বাসনাগুলির মধ্যে এই গ্রন্থখানি প্রকাশের বাসনাটি পূর্ণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। দয়াময় শ্রীভগবানের কৃপা হইলে এতাদৃশ অপরাপর বাসনা-সম্পুরণেরও প্রচেষ্টা করা যাইবে।

শ্রীগীতগোবিন্দের মূল গ্রন্থ বহুবার বহুজন দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছেন। কোথাও তাহার অভাব নাই, সুতরাং ইহার সঙ্গে মূল শ্রীগীতগোবিন্দ সন্নিবেশিত করিবার প্রয়োজনীয়তা নাই। বিশেষতঃ আমার পূজ্যপাদ ৺খুল্লতাত মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে নবপ্রকাশিত অতি প্রাচীন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী টীকা, রসময় দাস কৃত পদ্যানুবাদ ও সুবিস্তৃত

ভূমিকাসহ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্পাদনায় যে সানুবাদ শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছেন ইহা তাহারই পরিশিষ্টস্বরূপ। শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ মহাশয়েব সম্পাদনায় এই ক্ষুদ্রকলেবর বিশিষ্ট গ্রন্থখানিও প্রকাশিত হউক ইহাই আমাদের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নানাকারণে তিনি এই ভার গ্রহণ না করায় আমাদ্বারাই ইহার সম্পাদন কার্য্য সম্পন্ন হইল।

কিন্তু মনে এই আক্ষেপ রহিয়াছেন যে, অপর কোন বিশুদ্ধ পাণ্ডু-লিপির সহিত মিলাইয়া এই গ্রন্থসম্পাদন করা হইল না। এই গ্রন্থের বহু অংশ মুদ্রণের পরে জানা গেল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থভাণ্ডারেও ইহার পাণ্ডুলিপি আছে। কিন্তু প্রেসে ইহার মুদ্রণ কার্য্য প্রায় পরি-সমাপ্ত হইয়াছিল। বিশেষতঃ উহার প্রাপণও অল্পসমায়াপেক্ষ নহে। পরিষদের নিয়মানুসারে সদস্য কমিটির সম্মতিভিন্ন উহা প্রাপণের উপায় নাই। মুদ্রণকার্য্যে অধিক দূর অগ্রসর না হইলে সে বিলম্বও করা যাইত। যাহা হইবার, তাহা হইল। শ্রীভগবানের কৃপায় আবার ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ করার যদি প্রয়োজন হয়, তখন সে বিষয়ে কোনও ত্রুটি হইবে না।

৺গিরিধর দাস এই পদ্যানুবাদকর্ত্তা। গ্রন্থের শেষে ইনি নিজের পরিচয় প্রদান করেন নাই। কিন্তু কোন্ শকে কোন্ মাসে কোন্ পক্ষে কোন তারিখে কোথায় বসিয়া এই গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তিনি তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দান করিয়াছেন। উহা এই রূপ :—

সমাপ্ত করিল গজ-ইষু-রস-সোমে।
কৃষ্ণপক্ষে আষাঢ়ের দিবস পঞ্চমে॥
পটের তৃতীয়ে কর মধ্যেতে আকার।
সেই নদীর নিকটে কেবল পূর্ব্বধার॥

ইন্দ্রের বাহন পরে দময়ন্তী পতি ।
বিরচিল সেই গ্রামে করিয়া বসতি ॥

গজ—৮, ইষু—৫, রস—৬, সোম—১, "অঙ্কস্য বামা গতিঃ" এই রীতি অনুসারে ১৬৫৮ অর্থাৎ ১৬৫৮ যোলশত আটান্ন শকাব্দে কৃষ্ণ পক্ষে আষাঢ়ের পঞ্চম দিবসে এই গ্রন্থ বিরচিত হয়। কিন্তু হিয়ালী ভাষায় রচিত নদীর নাম আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

যে পাণ্ডুলিপি দেখিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইল, সেই পাণ্ডুলিপির পাদ-টীপ্পনীতে গ্রামের পরিচয় দেওয়ার জন্য লিখিত আছে—"নৈসদ নগর"। এই পাণ্ডুলিপি কারের ভাষাজ্ঞান যে অতি অল্প ছিল, তাহা এই পাণ্ডুলিপি পাঠে স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। ইনি "নৈষধ" স্থলে "নৈসদ" লিখিয়াছেন। ইহা কি পাণ্ডুলিপিকারের স্বকীয় ব্যাখ্যা অথবা তিনি পূর্ব্ব পাণ্ডুলিপি হইতে ইহা নকল করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। নৈষধ নগর নামে কোন গ্রাম আছে কিনা তাহাও জানিতে পারি নাই।

ইন্দ্রের বাহন পরে দময়ন্তী পতি ।
বিরচিলা সেইগ্রামে করিয়া বসতি ॥

ইন্দ্রের বাহন—হাতী, দময়ন্তী পতী—নল। ইহাতে "হাতীনল" নামটী পাওয়া গেল। কিন্তু এই নামে কোন গ্রাম আছে বলিয়া জানা যায় না। কিন্তু ইহাতেই যে পর্য্যাপ্ত হইল তাহা নহে। হস্তী শব্দের বহু পর্য্যায় আছে, এবং নল রাজার নামটীরও আরও পর্য্যায় আছে। তদালোচনায় যদি প্রকৃত পক্ষে কোন গ্রামের নাম ঘটে তাহাও অনু-সন্ধেয়। দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে যে গ্রাম বর্ত্তমান ছিল সে গ্রাম এখন আছে কি না, থাকিলেও উহা সেই নামে এখনও অভিহিত হইতেছে কি না ইহাও বিচার্য্য। খুব সম্ভব বাঁকুড়া বীরভূম বা বর্দ্ধমানের কোন গ্রামে এই গ্রন্থকারের বাড়ী ছিল। গ্রন্থকারের গ্রামের নাম সম্বন্ধে সবিশেষ

আলোচনায় হয় তো কেহ কোন সময়ে যথার্থ তথ্যে উপনীত হইতে পারিবেন। আমরা এস্থলে আন্দাজে কিছুই বলা ভাল মনে করি না।

নকলকারীর অনবধানতায় ও অনভিজ্ঞতায় এই গ্রন্থের কোন কোন পঁক্তির অর্থ-পরিগ্রহ দুর্ঘট হইবে। কিন্তু মোটামুটি ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল। সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকগণ এই গ্রন্থ পাঠে শ্রীগীতগোবিন্দের আস্বাদ কিয়ৎ পরিমাণে পাইতে পারিবেন। আমাদের এই উদ্যমে বাঙ্গলা ভাষার একখানি প্রাচীন গ্রন্থ অবলুপ্তি হইতে রক্ষা পাইবে, বিশেষতঃ আমার পূজ্যপাদ ৺খুল্লতাত মহাশয়ের একটি আদেশ এই কার্য্যে প্রতিপালিত হইবে এই সকল মনে করিয়া আমি স্বকীয় ক্ষুদ্র শক্তিতে নির্ভর করিয়া ইহা মুদ্রিত করিলাম। ইহাতে কোন শ্রেণীর পাঠকগণের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার হইলেও এই অর্থ ব্যয় সার্থক হইবে।

পরিশেষে সবিশেষ বক্তব্য এই যে এই গ্রন্থের বিক্রয়-লব্ধ অর্থ পূজ্যপাদ ৺খুল্লতাত মহাশয়ের স্মৃতি সংরক্ষণকল্পে কোন স্থায়ী সদনুষ্ঠান-সম্পাদনের সাহায্য ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য ব্যয়িত হইবে না। নিবেদন মিতি—

শ্রীনিত্যানন্দ রায়।
শ্রীবিশ্বনাথ-ধাম
৬৮।১ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন।

শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ

(পদ্যবঙ্গানুবাদ)

সংসারার্ণবতারণৈকতরণীং প্রেমপ্রসূন-দ্রুমং।
সংসেব্যং হরিনামপূতনিখিলং ভক্তপ্রিয়ং ভক্তিদম্॥
শ্রীমদ্রূপসনাতনপ্রিয়তমং কোটীন্দুনিন্দাননং।
নিত্যানন্দা সমন্বিতং নরবরং তং নৌমি বিশ্বম্ভরম্॥

অস্য চূর্ণিকা—

সংসারঃ—অদৃষ্টাধীন-শরীর-পরিগ্রহঃ;

প্রসূনম্—পুষ্পম্; সংসেব্যং—সাধুকর্তৃভিঃ সেব্যম্।

প্রথমে বন্দিব গৌরচন্দ্র অবতার। যার সম দয়ালু ভুবনে নাহি আর।
ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়ে অনুক্ষণ। ভক্তি মুক্তিদাতা রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
তবে প্রণমিয়ে জয়দেব কবিবর। রাধিকামাধব যার নয়নগোচর॥
যার কৃত মহাকাব্য শ্রীগীতগোবিন্দ। যা'তে প্রীত করে সব কৃষ্ণভক্তবৃন্দ॥
বড়ই বিষম সেই নিগূঢ় বর্ণনা। লোক বুঝাইতে করি প্রাকৃত রচনা॥
রাধাকৃষ্ণ রাসলীলা নির্জ্জন গহনে। সে সকল বর্ণনা করেন কৃষ্ণ মনে॥
একদিন কৃষ্ণচন্দ্র একান্তে বসিয়া। কহেন মনের কথা দূতিকে ডাকিয়া॥
শুন দূতি মোর মতি রাধা প্রতি হয়। রাধার বিচ্ছেদে মোর প্রাণ নাহি রয়॥
কাম-শরে জর জর আমার অন্তর। রাধাকে মিলায়ে প্রাণ রাখহ সত্বর॥

কেমনে আমার সনে হইবে মিলন। তাহার উপায় দূতি কর নিরূপণ॥
এতেক কাতরবাক্য কৃষ্ণের শুনিয়া। গমন করিলা দূতি অতি হৃষ্ট হইয়া॥
রাধার নিকটে আসি বলে প্রিয় দূতী। ত্যজ নিজ অভিমান ভজ ব্রজপতি॥
কৃষ্ণচন্দ্রে কেন দেহ এতেক যন্ত্রণা। পূর্ণ কর শশিমুখি মনের বাসনা॥
ত্যজি নিজ গৃহ-বাস নিবাস গহনে। ধরিল কেবল প্রাণ তুয়া গুণ গানে॥
হেন অনুগত জনে অনুচিত ক্রোধ। দয়া করি দূর কর মনের বিরোধ
এই হরি পূর্ব্ব রাত্রে তোমাকে ছাড়িয়া। বিহার করিল অন্য নারীগণ লইয়া॥
সেই অপরাধে বড় ভয় পাইল মনে। আসিতে না পারে ধনী তুয়া সন্নিধানে
সেই দোষ ক্ষমহ চলহ বৃন্দাবনে। কৃষ্ণ সনে রাস কর নিকুঞ্জ ভবনে॥
গৃহিণী বিহনে বনসম হয় ঘর। তুমি সে গৃহস্থ কর হরিকে সত্বর॥
দেখ মেঘ আচ্ছাদিল সকল আকাশ। তাথে হৈতে সূর্যের না হয় পরকাশ॥
বৃক্ষ সব তমালে করিল অন্ধকার। দেখিতে না পায় অন্য অন্যের আকার॥
অতএব মিলন করহ দুইজন। কৃষ্ণের বিরহ তাপ করহ খণ্ডন॥
হেন আনন্দিত স্থান হইতে রসাবেশে। অতি হরসিতে দোঁহে বন পরবেশে
কিবা সে বনের শোভা কহনে না যায়। কুসুমিত বন সব ভ্রমে ভৃঙ্গ তায়॥
মন্দ মন্দ সুগন্ধি শীতল বায়ু বহে। অতি সুখী সখীগণ কেহ কেহ কহে॥
অত্যন্ত নির্জ্জন বন যমুনার কুলে। জলচর বনচর ডাকে কুতুহলে॥
অতি পুলকিত চিত হইয়া রাধা কানু। পথে কুঞ্জদ্রুম দেখি সবে হৃষ্ট তনু॥
রহঃ স্থলে কুতূহলে রাধিকার সনে। নির্ভয়ে করেন ক্রীড়া সেই কুঞ্জবনে॥
রাধিকা কৃষ্ণের শোভা না যায় বর্ণন। তড়িতে জড়িত যেন নব ঘনে ঘন॥
রাধামাধবে রতি-কেলী নানা মত। অতিশয় উৎকণ্ঠা তনু অবিরত॥
বাক্যের দেবতা কৃষ্ণ সংসারের সার। তার চিত্ত চরিত্রে বিচিত্র চিত্র যার॥
পদ্মাবতী রাধিকার চরণ সেবিতে। প্রধান সেবক জয়দেব কবি তাতে॥
সেই জয়দেব কবি করেন কবিতা। রাধামাধবের রতিকেলী রাস কথা॥
শুন কৃষ্ণ ভক্তগণ আমার বচন। যদি কৃষ্ণ স্মরণে সরস হয়ে মন॥

কৃষ্ণলীলা বিলাস কলাতে সুনিশ্চয়। যদি তোমাদের চিত্তে কুতূহল হয় ॥
তবে মন দাও জয়দেব কবিতাতে। মধুর কমনীয় কৃষ্ণ রসপদ যাথে ॥
বৈষ্ণবের শ্রদ্ধা কৃষ্ণনামেত কেবল। বিলাসী জনের কৃষ্ণ-বিলাসেই ফল ॥
এই খানে যে যে আছে পণ্ডিত মণ্ডলী। সে সবার দোষ গুণ একে এক বলি
উমাপতিধর সর্ব্বশাস্ত্রে সে পণ্ডিত। বাক্যের বিস্তার করে তাথে সে নিন্দিত
গোবর্দ্ধন আচার্য্য তেই কবিত্বে উত্তম। বর্ণনে শৃঙ্গার রস নহে তার সম ॥
অসামর্থ অন্য রস বর্ণন করিতে। এই হেতু বটে দোষ তাঁর কবিতাতে ॥
ধোয়ী নামে কবিরাজ শ্রুতিধর বড়। শ্রবণ মাত্রে সে গ্রন্থ-গ্রন্থনে সে দড় ॥
শুনিতে বুঝয়ে সার উৎকৃষ্ট এক নয়। অনুরত ইঙ্গিতে বুঝে সেই রীতে হয় ॥
শরণের শ্লাঘা রহে সমস্ত পূরিতে। অসমর্থ অন্য রস বর্ণন করিতে ॥
বাক্যের সন্দর্ভ শুদ্ধি গ্রন্থন-বিশেষ। জানেন কেবল জয়দেব সবিশেষ ॥
সম্প্রতি কৃষ্ণের স্তুতি অবতার দর্শে। গীত ছন্দে প্রবন্ধ-করয়ে ভক্তি রসে ॥

প্রলয়-সাগরে তরি করি চারি বেদ উদ্ধারি।
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত মীন রূপ ধরি ॥
অতি বড় পৃষ্ঠে ধরিলা ক্ষিতি। তাহে ব্রণ চিহ্ন চক্রাকৃতি ॥
জয় জগদীশ হরি। অদ্ভুত কচ্ছপ রূপ ধরি ॥
তব দন্ত অগ্রে ধরণী রয়। যেন চন্দ্রে নীল কলঙ্ক হয় ॥
জয় জগদীশ হরি। অদ্ভুত শূকর রূপ ধরি ॥
করকমলের দারুণ নখে। হিরণ্য কশিপু দারিলে সুখে ॥
জয় জগদীশ হরি। অদ্ভুত নরহরি রূপ ধরি ॥
বলিকে ছলিলে ত্রিপদ রূপে। পাইয়া গঙ্গাদি বিনাশে পাপে ॥
জয় জগদীশ হরি। অদ্ভুত বামন রূপ ধরি ॥
ক্ষত্রিয় রক্তে করিলেক হ্রদ। স্নানে খণ্ডে পাপ বিপদ ॥
জয় জগদীশ হরি। অদ্ভুত ভৃগুপতি রূপ ধরি ॥
রাবণের মুণ্ড কাটিয়া রণে। তুষ্ট কৈল দিয়া দিক্‌পতিগণে ॥

জয় জগদীশ হরি। অদ্ভুত রঘুপতি রূপ ধরি॥
শোভে শুক্লবর্ণ বসন নীলে। হলাঘাত ভয়ে যমুনা মিলে॥
জয় জগদীশ হরি। অদ্ভুত হলধর রূপ ধরি॥
যজ্ঞ হ'তে নিন্দা কৈলে বেদে। দয়া কৈলে দেখি পশুবধে॥
জয় জগদীশ হরি। অদ্ভুত বুদ্ধ রূপ ধরি॥
ম্লেচ্ছ বিনাশিতে ধরিলে অসি। যেন ধূমকেতু ভয়ের রাশি॥
জয় জগদীশ হরি। অদ্ভুত কল্কি রূপ ধরি॥
শুন শুন জয়দেবের এই গীত। সুখ শুভ দাতা করে সংসারের হিত॥
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত দশবিধ রূপ ধরি॥
বেদ উদ্ধারিলে আর বহিল সংসার। পৃষ্ঠে শোভে ক্ষিতি চিহ্ন ব্রণের আকার
অদ্ভুত বরদান দেখিতে বিস্তার। উদ্ধারিল ভূমিনখে দৈত্যের বিদার॥
বলি দৈত্য ছলিল ক্ষত্রিয় কৈল ক্ষয়। রাবণের বধ হলধর কৃপাময়॥
ম্লেচ্ছ বধ এই দশ ধরিল আকৃতি। সেই কৃষ্ণচন্দ্রে আমি করিনু প্রণতি॥
গ্রন্থের আরম্ভে বিঘ্ন-বিনাশ-কারণ। পুনরপি কৃষ্ণচন্দ্রে করেন স্তবন॥
প্রথমেত মধুর মঙ্গল গীত ছন্দে। মঙ্গল গুজ্জরী রাগ করিল সানন্দে॥
লক্ষ্মীকুচদ্বয় করেছে আশ্রয়। শ্রুতিতে কুণ্ডল. বনমাল উরে॥

স্থিতি রবি মাঝে লোক মুক্তি কাজে হংস মুনি মানস সরোবরে।
কালিয় গঞ্জন ভুবন রঞ্জন সূর্য্য-যদুকুল-পুষ্করে॥
গরুড় বাহনে মারি দৈত্যগণে বাঁচাইলে হর্ষে সুরপুরে।
পদ্ম জিনি চক্ষু তুমি ভবমোক্ষ থাক নিত্য ত্রিভুবন ঘরে॥
জলদ বরণ ধরিলে গোবর্দ্ধন চকোর-শ্রীমুখ-শশধরে।
সীতায় ভূষণ করিলে ভূষণ সমরে বধিয়া দশশিরে.
তব পাদপদ্মে প্রণমি সানন্দে সুখী কর মিত্র নরে।
জয়দেব কৃত মঙ্গলগীত ভাষাতে রচিল গিরিধরে॥

করিতে শৃঙ্গার রস বর্ণন সংপ্রতি। শৃঙ্গার চিহ্নিত কৃষ্ণ বক্ষে করে স্তুতি॥

কমলার দিব্য পয়োধর যুগ মাঝে। অত্যন্ত সুন্দর গন্ধ কুঙ্কুম বিরাজে ॥
তাঁর দৃঢ় আলিঙ্গন কৃষ্ণ বক্ষ দেশে। নাগিল কুঙ্কুম চিহ্ন মুদ্রার সদৃশে ॥
কামকেলি হইতে শ্রমে ঘর্ম্ম জলে আক্ত। অন্তরে লক্ষ্মী প্রেম কিবা হইল ব্যক্ত
এমত কৃষ্ণের অতি অপূর্ব্ব হৃদয়। নিরন্তর সবার করুন বিজয় ॥
বিরহিণী রাধিকার বিরহ বর্ণন। সম্প্রতি হইল ইচ্ছা করিতে রচন ॥
বসন্তের শোভা দেখে বলেন রাধিকা। মাধবী ফুল হইতে কোমল অধিকা ॥
কামশরে অতিশয় হইয়া চিন্তাকুল। কৃষ্ণের বিরহ দুঃখ হইতে ব্যাকুল ॥
কৃষ্ণের মিলন হেতু স্মরণ করি ব্রীড়া। মনের বাসনা কৃষ্ণ সঙ্গে রাস ক্রীড়া ॥
একচিত্ত হইয়া শয্যায় যায় সখীসনে। কৃষ্ণকে খুঁজিয়া ফিরে অতি দুর্গম বনে
রাধাকে কহেন হেন কালে সহচরী। সরস বচনে কৃষ্ণ বচন মাধুরী ॥
বসন্ত বর্ণেন কবি বসন্তের রাগে। মান ক'রে নিবেদন করে বনভাগে ॥

এমতে বসন্তে হরি করয়ে বিহার।
হে সখি সুন্দরি, যুবতী জনে হরি,
নাচেন কত পরকার ॥
পবনে লবঙ্গ- লতা মৃদু বিচলিত,
শীতল গন্ধ-বহায় ॥
কুহু কুহু করি, কোকিল কল কুজিত,
কুঞ্জে ভ্রমরীগণ গায় ॥
বকুল ফুলে মধু, পিয়ে মধুকরগণ,
তাহে লম্বিত তরু ডাল ॥
গতি দূরে যার, তার প্রতি মনোরথ,
মন্মথনে হয়ে কাল ॥
মৃগমদ গন্ধে, তমাল পল্লব,
ব্যাপিত হইল সুবাস।

যুবজন হৃদয়, বিদরিতে কামের,
নখ কিবা হইল পলাশ ॥
মদন নৃপের ছত্র হেন নির্ম্মিত,
কি এ নাগেশ্বর ফুল ।
শিলীমুখ সদৃশ, তুনি নিরমাওল,
পাটলি ফুল অতুল ॥
দেখি বিলক্ষণ, জগত ফুল ছল,
তরুণ করুণ কিযে হাসে ।
কেতকী করাত, সদৃশ করি নিরমিল,
বিরহি-বিদারণ আশে ॥
মাধবী পুষ্পের, গন্ধে হরে মন,
নব মল্লী ফুলবাসে ।
মুনিজন মনমোহে, তরুণী জন কি করব,
পতিযুত তরণী বিলাসে ॥
বিকসিত মাধবী, তরু আলিঙ্গনে,
মুকলিত পুলকে আম ।
অতি পরিসব, যমুনা জলে সেচিত
বৃন্দাবনে অনুপাম ॥
শ্রীজয়দেব রচিত, এই অদ্ভুত বিরচিত,
শ্রীগিরিধরের বিহার ।
সেই অনুপম, বৃন্দাবন লীলা
মঙ্গল করুন বিথার ॥

শীতল সুগন্ধ মন্দ বহিছে পবন । তাহাতে বেষ্টিত কৈল এ সকল বন ।
কিছু কিছু বিকশিত মল্লিকার ফুল । তাহাতে নির্গত হয় পরাগ অতুল ॥

তাহাতে মিশ্রিত গন্ধে বায়ু সুবাসিত। সেই গন্ধে বন সব করেছে আমোদিত
দাহয়ে বিরহী মন শেষ হইল আউ। কেতকীর গন্ধে মন্দ মন্দ বহে বাউ॥
কিবা কাম নরপতি দিয়া পঞ্চবান। পাঠাইল সেনাপতি প্রাণীর সমান॥
তাহাতে বড়ই সুখ মনের উৎসাহ। বিরহীর প্রতি দুখ অন্তরের দাহ॥
আর সে বসন্তে পুষ্পগণের প্রকাশ। গান করে অলিগণ হইয়া উল্লাস॥
প্রকাশিত মধুগন্ধে লোভে ভৃঙ্গগণ। ভ্রমিলে নাড়য়ে আম্র মুকুল শোভন।
তাথে থেকে ক্রীড়াযুত কোকিল সকল। করয়ে মধুর ধ্বনি অতি কোলাহল
সেই শব্দে উৎপন্ন হইছে কর্ণ রোগ। দুঃখিত পথিক জন করয়ে বিয়োগ॥
ধ্যান করি পরবাসী ভাবে এক মনে। প্রাণের সমান প্রিয়া পাব কত দিনে
বিরহে ব্যাকুল সেই স্মরি নিজ নারী। মদন বেদনে দুঃখ মনে ভাবে ভারি॥
প্রিয়া আগমন প্রেমে হইয়া উলসিত. এই দিন কোনমতে গোয়াইব নিত॥
সরস বসন্তে সুশীতল বাউ বয়। তাহাতে লোকের সব দাহ ব্যাপ্ত হয়॥
দক্ষিণ পবন সে উত্তর দিকে বয়। তাদেখিয়া মনেতে করেন অভিনয়॥
চন্দনের কোটরে থাকয়ে নিত্য সাপ। তার বিষজ্বালায়ে বড় পাইয়ে সন্তাপ
সেই তাপে কিবা মলয় ছাড়িয়া পবন। স্নান হেতু হিমালয়ে করিল গমন॥
লোকে বলে সেই বটে দুঃসহ আমার। আর বলি দুঃখ দাতা বিরহি জনার॥
শীতল রসাল ডালে মুকুল দেখিয়া। তাহাতে কোকিলগণ হর্ষিত হইয়॥
কুহু কুহু এই শব্দ করে নিরন্তর। বিরহী জনার শুনিযে কাম জ্বর॥
শুন সখি, এই বটে দুরন্ত বসন্ত। বিরহী জনার প্রতি প্রাণ করে অন্ত॥
অবিদগ্ধা নারীসনে ক্রীড়া করে হরি। মিথ্যা করি কভু মানে রাধিকা সুন্দরী
প্রত্যক্ষ দেখাব এই মনে ক'রে দূতী। নিকটে আসিয়া এই কহে রাধা প্রতি
দূতী কহে শুন শুন রাধিকা সুন্দরী। হের দেখ মাধবের বিলাস মাধুরী॥
অনেক নারীতে হরি হাস্যমুখ হইয়া। আলিঙ্গন করে কত প্রেম বাড়াইয়া।
মনোহর বিলাসেতে বড়ই লালস। যার যেন বাঞ্ছা তেন করেন সরস॥
নিকট আপন চক্ষে দেখহ রাধিকা। মিথ্যা কি কহিতে পারি হইয়া দূতিকা

শুনি বিলাসিনী, রাধিকাসুন্দরী,
শ্যামেরে দেখিল যাইয়া ॥
বসন্ত সময়ে, বিলাস করয়ে,
মুগ্ধ বধুগণ লইয়া ॥

পীতবাস পরি, বনমালাধারী,
চন্দন সে কাল অঙ্গে।
কেলিতে চঞ্চল, গণ্ডের কুণ্ডল,
হাস্য রতি রস রঙ্গে।

পীন কুচভরে, আলিঙ্গন করে,
কৃষ্ণ গান শুনে আগে।
পাছু গোপনারী, নানা তাল করি,
গাওত পঞ্চম রাগে ॥

কৃষ্ণমুখ চাইয়া কটাক্ষ করিয়া
করয়ে মদন বৃদ্ধি।
কোন মুগ্ধ বধূ কৃষ্ণ-মুখ-মধু
পান করে নিরবধি ॥

মিলিয়া কপোলে কহিবার ছলে
কর্ণমূলে মুখ দিয়া।
নিতম্বিনী কোন করিয়া চুম্বন
পুলকিত কৈল গিয়া ॥

কেলি কুতূহলে যমুনার কুলে
দিব্য কুঞ্জ-বেত্র-বনে।
প্রেম পরিহাস ধরি পীতবাস
নিজ করে ধরি টানে ॥

করের কঙ্কন করে রণ রণ
তালি দিতে দিতে তথি।
কাহুকে চুম্বন কাহুকে আলিঙ্গন
করে কার সঙ্গে রতি।
হাস্য মুখী পানে হসিত বদনে
চাইয়া যায় আন প্রতি॥
কহে জয়দেব কি আর বলিব
যাইয়া তাঁহার ঠাঞি।
সে সব যুবতী কহে তুয়া প্রতি
গিরিধরে দোষ নাঞি॥

দেখ কৃষ্ণ রূপ কিবা মদন মোহন। সংসারের যত লোক করায় রঞ্জন॥
নীলোৎপল শতদল জিনিয়া শ্যামল মধুর মুরতি অতি অঙ্গ সুকোমল॥
হেন রূপ দেখি হর্ষ পায় সব লোক। বাঁচাইল অনঙ্গের উৎসাহ অধিক॥
কভু কৃষ্ণ কভু গোপী ক্রীড়ে নানা রঙ্গে। মদনে বিহ্বল অতি আনন্দিত অঙ্গে
বসন্ত সময়ে হন অবিদগ্ধ হরি। বিহরে হরষে রঙ্গে মুগ্ধ চিত্ত করি॥
ওগো সখি হেন লখি অদ্ভুত বিহার। মূর্তিমান হইল কিবা আপনে শৃঙ্গার॥
সুন্দর সুমূঢ় দুই মৌগ্ধ শব্দে বলে। অবিদগ্ধা সনে ক্রীড়া মূঢ় কহে ছলে॥
যে যে নারী সনে কৃষ্ণের কভু নাহি প্রীত।
তাহাতে বিহার দেখে রাধা সংবিস্মিত॥
আপন উৎকর্ষতা নাঞি হরি স্থানে। থাকিতে উচিত নহে আর এইখানে॥
আমারে ছাড়িয়া রতি করে অন্য সনে।
এই ভেবে ক্রোধাবেশে যায় অন্য স্থানে॥
তাহাতে ভ্রমরপুঞ্জ নিরন্তর গুঞ্জে। সেইখানে মাধবী লতার দিব্যকুঞ্জে॥
তাথে হৈয়া নীল অতি দীন সেই রাই। রহস্থলে কহে কিছু সখী মুখ চাই॥
অভিলাষ চিন্তাগুণ কীর্ণন স্মরণ। উদ্বেগ প্রলাপ ব্যাধি মরণ লক্ষণ॥

জড়তা উন্মাদ এই দশ দশা হয়। বিরহে দশমাবস্থা কহিল নিশ্চয় ॥
হেন দশ অবস্থানে ব্যাকুল হইয়া। কৃষ্ণগুণ গান করে সখি সম্বোধিয়া ॥
সই গো সেই হরি সদা পড়ে মনে। পরিহাস রাস যেই করে মোর সনে ॥
অধরে ধরিয়া বাঁশী করে মধুর গান। চঞ্চল কণ্ডল কর্ণ ভূষণ নয়ান ॥
ময়ুর চন্দ্রিকা শোভে চাঁচর চিকুরে। যেন ইন্দ্র ধনু চিহ্ন মেঘের উপরে ॥
সহস্র সুন্দরী আলিঙ্গয়ে প্রেমরসে। কর পদ বক্ষ ভূষয়ে অন্ধকার নাশে ॥
মোহন করিয়া গোপী করিয়া চুম্বন। অধর বান্ধলী সম হসিত বদন ॥
মেঘে ইন্দ্র ধনু শোভে ললাটে চন্দন। নির্দ্দয়ে করয়ে পীন স্তনের মর্দ্দন ॥
গণ্ডে শোভে মণিময় মকর কুণ্ডল। পরি পীতবাস বশ কৈল স্ত্রী সকল ॥
কদম্ব তলাতে বাস করি ভয় হরে। অনঙ্গ তরঙ্গ মনে ক্রীড়য়ে কি মোরে।
জয়দেব কহে রাধে ইথে নহে আন্। মোহন মুরতি গিরিধরের তুমি প্রাণ।
যদি হরি অপমান করিলে আমার। আমারে ছাড়িয়া অন্যে করয়ে বিহার ॥
তথাপি দারুণ মন তাঁর প্রতি ধায়। নিরন্তর কৃষ্ণের সকল গুণ গায় ॥
শুন দূতি কেমন কেমন হ'য়ে মোর মন কভু কৃষ্ণ গুণগ্রাম করিয়ে গণন ॥

ভ্রমেতেও কৃষ্ণ প্রতি নাহি করে রোষ।
পরিতুষ্ট হইয়া দূর করে কৃষ্ণ-দোষ ॥

আমারে ছাড়িয়া এই বনে বনমালী। অন্য যুবতীর সনে করে নানা কেলী ॥
পুনঃ প্রতি কুল মোর মন ইহা দেখি। কি করিব কিবা হবে কহ প্রাণ সখি

পুনর্ব্বার উৎকণ্ঠিতা হইয়া সেই রাধা।
সখীকে কহেন কিছু মনে পাইয়া বাধা ॥

করাহ আমাতে রতি দহে মন রতি পতি
সে হরি পীড়িত মদনে ॥
নিভৃত নিকুঞ্জ ঘরে থাকি নিতি লোকান্তরে
হরি রহে গুপত নিবাসে।

চতুর্দ্দিকে চাইয়া চাইয়া থাকি চমকিত হইয়া
রতি রস মনে করি হাসে ॥
প্রথমে লজ্জিত আমি দেখে হবে হরি কামী
কহিব সে লসিত বচন।
হাসি রসে সুমধুর বচন শুনিয়া মোর
জঘনের খসায় বসন ।।
নবীন পল্লব লয়্যা শয়ন করিব যাইয়া
সেহো শোয় মোর বক্ষ স্থলে ।
প্রেমে আলিঙ্গন করি চুম্বন করিতে হরি
মুখ মধু পিব করি কোলে ॥
অলসে অবশ সখি খেলিতে নারিব আঁখি
পুলকে মণ্ডিত গণ্ড তাঁর ।
মোর তনু রতি শ্রমে পরিপূর্ণ হব ঘামে
কাম-মদে হরি মাতোয়ার ।।
কোকিলের কলধ্বনি তেন মোর হবে বাণী
কাম শাস্ত্র বিচারে সে জয়ী ।
কুসুমে বেষ্টিত কেশে এলাইল কেলি রসে
নখে ক্ষত কৈল স্তন দুই ॥
পায়ের নুপুর ঘন ঘন করে রণ রণ
পুরাব সুরতজ কাম।
বিপরীত রতি রসে বাজন্ত কিঙ্কিনী খসে
কেশ ধরে চুম্ব দিব দান ॥
রতি সুখ করিবারে অলস হইব মোরে
আধ আধ মেলি হরি আঁখি ।
আলস্তে অবস দেহ শ্লথ হয়্যা পড়ে সেহ
কৃষ্ণ কাম যাচে ইহা দেখি ।।

শুন প্রাণ প্রিয় সই উৎকণ্ঠা হইয়া কই
কহ হয় কেমন প্রকার।
জয়দেব সেই কয় যেন হেন মত হয়
গিরিধর সহিত বিহার ॥

আজি কৃষ্ণ বিলাস করয়ে এই বনে। তাঁহারে দেখিয়া হর্ষ হল মোর মনে॥
শুন সখি মোরে দেখি হরি ভয় বাসে। হাত হইতে বিলাস মুরলী তাঁর খসে
কটাক্ষ বঙ্কিম চারু ভুজলতা প্রায়। হেন নারীগণ ঊর্দ্ধ কটাক্ষেতে চায়॥
অতিশয় ঘর্ম্মেতে পূরিত গণ্ডদেশ। ব্রজের সুন্দরীতে আবৃত হৃষীকেশ॥
আমাকে দেখিয়া পুনঃ হইছে লজ্জিত। অন্য হাস্য সুধাতে সে মুখ লালিত॥
যেন অতি স্পৃহনীয় বস্তুর দর্শনে। আহ্লাদিত মুখ হইল চাইয়া মোর পানে॥
ত্রিলোকের নাথ মোরে করে লাজ ভয়। এই হেতু তাঁরে দেখে আনন্দ হৃদয়
বিরহে ব্যাকুল হইয়া রাধা পুনর্ব্বার। সখী প্রতি নিজ দুঃখ করেন প্রচার॥
কৃষ্ণেতে মিলন কোন রূপে হ'বে সখী। মদনে দাহনে মন এই সব দেখি॥
অল্প অল্প শত শত গোছাতে পূর্ণিত। নূতন অশোক বন অতি প্রফুল্লিত॥
সেই বৃক্ষ অতি দুঃখে করয়ে আলোক॥ মোর প্রতি শোকদাতা হইল অশোক
সরোবর হইতে বাউ হয়েছে সঞ্চয়। উপবন গন্ধ লইয়া মন্দ মন্দ বয়॥

হেন মতে প্রাণ মোর প্রাণে দিচ্ছে ব্যথা।
শুন সখী ক্ষীণ দেখি সবে দুঃখ দাতা॥

আম্র তরু আগে চারু হইল মুকুল। মধু খাইয়া গাইয়া বুলে যত ভৃঙ্গী কুল॥
হেন রমণীয় বৃক্ষ করয়ে অহিত। সুখদাতা নহে কেহ মোরে কদাচিত॥
করিতে করিতে ক্রীড়া যুবতি সংহতি। রাধা মনে ক'রে হইলা বিয়াকুল অতি
রাধার যতেক গুণ করিয়া স্মরণ। অনুতাপ করি কৃষ্ণ বলেন বচন॥
সংসারে করিতে বদ্ধ নিগূঢ় সমান। এমন রাধিকারূপ গুণের নিদান॥
সকল গোপীকা হইতে রাধিকা রূপসী। সুধাসম বাণী মুখ যেন পূর্ণ শশী॥
রাধিকাকে হৃদয়ে ধরিয়া সেই হরি। নিরন্তর তাঁর রূপ গুণ ধ্যান করি॥

এমন করিল কৃষ্ণ যত বন ভাগ। ইতস্ততঃ খুঁজিয়া না পাইল রাধা নাথ॥
কামশরে বিদ্ধ হইয়া অনুতাপ করি। কালিন্দীর কুলে বিষাদিত হইলা হরি॥
আপনা পাসরে নররূপ অবতরি। বিলাপ করয়ে হরি হরি স্মৃতি করি॥

হরি হরি হতাদরে গেল সেই রাধা।
কোপে কিবা মনে সেই পাইয়া আর বাধা॥
অপরাধ ভয়ে আমি ফিরাতে নারিল।
গোপীতে বেষ্টিত দেখে মোরে ছাড়ি গেল।

কি করিব সেই রাধা কি বলিব মোরে। কিবা করে ধনে জনে কিবা সুখ ঘরে
ভাবি সেই মুখ যার কোপে বাঁকা ভুরু। রক্তপদ্ম উ রে যেন ভ্রমে ভৃঙ্গ চারু
রাধা মনে ক'রে আমি করি নিত্য রমণ। বিলাপ কয়রে মিথ্যা বনেতে ভ্রমণ

জানি রাধে অসূয়াতে ভিন্ন তুয়া মতি।
কোথা গেলা জানি যদি করিআঁও বিনতি॥
তুমি প্রিয়ে দেখে মোরে আশু এস আও।
পূর্ব্ববৎ আলিঙ্গন কেন নাহি দাও॥

অপরাধ ক্ষম কভু না করিব হেন। দেখা দিয়া প্রাণ রাখ পোড়ায় মদন॥
জয়দেব কহে, গিরিধর ত্যজ দুঃখ। তিলমাত্র নহে রাধা তোমাতে বিমুখ॥
এই মত বিরহেতে ব্যাকুল হইয়া। বিলাপ করেন কৃষ্ণ নিকুঞ্জে বসিয়া॥
মনে করে কাম দেব হ'য়্যা মূর্ত্তিমান্। কোপ করি মনে কিবা বিন্ধে পঞ্চবাণ
বিরহ জ্বালাতে সকল হইয়াবিস্মৃতি। সবিনয়ে মৃদু কথা কহে কাম প্রতি॥

গীত।

হর নাহি হরি হাম রমণী বিনু। চন্দন রেণু ইহ, ভসম তনু॥
হৃদয়েহি হার নহে ভুজগপতি। কণ্ঠহি উৎপল গরল দ্যুতি
ভসম নহে, তনু চন্দন পঙ্ক। কোপ করি ধাওসি নাহে অনঙ্গ॥
রমণী সহিত সেই শঙ্কর যোগী। হাম একলি জন বিরহ বিয়োগী॥

না কর করে ফুল-শর করি দাপ। যদি শরধর না ধর চাপ ॥
জগত বিজয়ী বনমনথ কহে তোয়। মুরছিত বধে পুন বধ নাহি হোয় ॥
দৃগ্ শরে মন মোর হানল রাধা। অবহু নাহি উপসম নাহি ভেল আধা ॥
রাধিকাকে স্মরণ করিয়া পুনর্ব্বার। যাহা হৈতে দুঃখ তাঁর করেন বিচার ॥
ভ্রু ধনুতে বিদ্ধ কটাক্ষ শায়ক। মো হইতে পাবে মর্ম্ম ব্যথার দায়ক ॥
মারিতে উদ্যম করে কেশ বেস ভার। কুটিল মলিন দুই স্বভাব তাঁহার ॥
শুনহ সুন্দরি মন্দ করে এই নীত। ভাল হৈয়া মন্দ করে এই অনুচিত ॥
বিম্বসম অধর সুরঙ্গ রঙ্গ তাথে। দেখিয়া আমার মন হয় যে মোহিতে ॥
আত্যন্ত সুরঙ্গ স্তন মণ্ডল তোমার। কেন মোর প্রাণ হরে অদ্ভুত বিচার ॥

রাধিকাতে আছে মোর মনের সংযোগ।
একি দশা কেন হয় বিরহে বিয়োগ ॥

রাধা অঙ্গ-স্পর্শ সুখে অঙ্গের প্রকাশ। অধরের মাধুরীতে জিহ্বার উল্লাস ॥
সেই স্নিগ্ধ চিহ্ন দেখে জুড়াইত দৃষ্টি। সেই মুখ পদ্ম গন্ধে নাসা করে তুষ্টি ॥
অমৃত সদৃশ বাক্য শুনে সুখী কান। পঞ্চেন্দ্রিয় অসংযোগ বিরহ বিধান ॥
যদি এই সকল বিষয়ে রহিত। তথাপি মানস মোর রাধিকাতে প্রীত ॥
রাধিকাতে যদি মোর না হয় মিলন। বিরহ-ব্যাধি তবে বাঁড়ে কি কারণ ॥
ভুরুর পল্লব ধনুক মূর্ত্তিমান্। কর্ণ পাণি গুণে চাই সেই ধনু খান ॥
তরল কটাক্ষ যত সেই করে বাণ। এইরূপে কামবাণ করিল সন্ধান ॥
যে অস্ত্রে জগত জয় করিল মদন। সেই অস্ত্রধারীতে কি করিল অর্পণ ॥
যখন জানিল যুদ্ধ যোগ্য কেহ নাই। তখন সে অস্ত্ররাখে রাধিকার ঠাঞি।
সেই কামবাণে রাধার বদনে সর্ব্বথা। সেই বটে কামের জয় জঙ্গম দেবতা ॥
যমুনার তীরে কৃষ্ণ অস্থির হইয়া। অতি মনোহর বেত্র কুঞ্জেতে বসিয়া ॥
আকুল হইয়া রাধিকার প্রেম ভরে। অত্যন্ত চঞ্চল চিত্ত ভাবেন রাধারে ॥

হেন কালে রাধিকার সখী আইলা তথা।
কৃষ্ণচন্দ্রে কহে রাধার বিরহের কথা ॥

হে মাধব বিরহে বিয়াকুল রাম ॥

কাম শরে কত, হইয়া ভাবিত,
শরণ লইল তোমা ॥
নিন্দয়ে চন্দন, চাঁদের কিরণ,
মনে বড় দুঃখ পায়।
ভুজগ মিলত, মলয় মারুত,
বিষ সম সমদাহে তায় ॥
কামশর শত পড়ে অবিরত,
তাঁর হৃদে তুয়া বাস।
তোমা রাখিবারে হৃদয় উপরে
সজল পদ্ম-পলাশ ॥
বহুত বিলাস করি, অভিলাস সব ছাড়ি,
ফুল শয্যা শরশয্যা মানে।
তুয়া আলিঙ্গন, সুখের কারণ।
তাহে সে করে শয়ন ॥
বহিছে সজল, নয়ান নির্ম্মল,
সে মুখ কমল পারা।
যেন চন্দ্র হৈতে, রাহু দন্তাঘাতে,
গলিছে অমৃত ধারা ॥
মকর উপরি, কাম মূর্ত্তিধরি,
তোমা লেখে মৃগমদে।
করে দিয়া শর, মুকুল আম্রের,
প্রণাম করিয়া রাধে ॥
পদতলে তব, পড়িল মাধব,
নিরন্তর এই কহে।

বিমুখে তোমার, সেই হৈতে মোর,
সুধা নিধি তনু দাহে ॥
মনে ধ্যান করি তোমা আগে ধরি
বিলপয়ে কভু হাসে।
বিষাদে হাসিয়া স্থানান্তরে যাইয়া
মনস্তাপ সব নাশে ॥
হৈয়া সবিনয় জয়দেব কয়
গিরিধর কর হিত।
করি অভিসার করহ রাধার
অভিলাষ মনোনীত ॥

শুন প্রভু কৃষ্ণচন্দ্র কহি তুয়া আগে। এতেক অবস্থা তাঁর বিরহ-বিয়োগে ।
নিজ গৃহদ্বার তাঁর খেলাবার স্থান। হইল রাধার প্রতি বনের সমান ॥
বেষ্টিত আছেন প্রিয় সখীগণ যত। তাঁর প্রতি হইল সব বেড়াজাল মত ॥
অন্তরে তাপ আর নিশ্বাস পবন। জলন্ত অনলসম করে আচরণ ।
তোমার বিরহে এত দুঃখ রাধিকার। আপনাকে ভাবে সেই মৃগীর আকার ॥
শার্দ্দুলের প্রায় বড় করিয়া তর্জ্জন। যমসম আচরণ করেন মদন ॥
এ দুঃখ-সাগরে আর নাহিক নিস্তার। দয়াময় হৈয়া কেন না কর বিচার ॥
নিঠুর হইয়া দূর কৈল অনুরাগ। মনে হ'তে তোমা সে করিতে নারে ত্যাগ
যার সনে যার প্রেম কেমনে পাসরে।
নিঠুর তা'হাতে না ছাড়িহ রাধিকারে ।

গীত।

এ হরি তুহরি বিরহিনী রাধা। অতি অপরূপ তনু ভৈগেল আধা ॥
কুচযুগ উপরে মতিময় হার। সো অব মানত গুরুতর ভার ॥
অঙ্গহি শীতল চন্দনহোয়। বিষ সম মানত শঙ্কিত হোয় ॥
তাপিত অন্তর উঠত নিঃশ্বাস। সতত বহত জনু মদন হুতাশ ॥

চৌদিকে খেপত জলভার আঁখি। খণ্ডিত লাল কোমল সম পেখি॥
করতল মাহ কপোলহি ছাঁজে। বালক চাঁদ উদয় জনু সাঁজে॥
কিশলয় সেজ রচন ভেল জোই। অনল সদৃশ নিরখত পুন সোই॥
নিশি দিশি হরি হরি করত বয়ানে। বিরহে মরণ জনু করয়ে বিধানে॥
শ্রীজয়দেব হৃদয় দুঃখ ভারি। তাপিত জন দুঃখ হর গিরিধারী॥

পুনর্ব্বার কৃষ্ণে দূতী করে নিবেদন। রাধার বিরহ-জ্বরে যতেক বেদন॥
কভু রোম হর্ষ কভু করয়ে শীৎকার। কভু গ্লানি হইয়া কম্প হয় পুনর্ব্বার॥
কখন চিন্তিত হইয়া করয়ে বিলাপ। কভু নেত্র কুটিলতা কভু মনস্তাপ॥
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া উঠিবারে চায়। বান্তি করে ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়॥
এমন অনঙ্গ জ্বরে সেই নিতম্বিনী। না বাঁচিবে অল্পক্ষণ মনে অনুমানি॥
সর্ব্বৈত্ত সদৃশ তুমি প্রসন্ন হইলে। কেন না বাঁচিব সে শৃঙ্গাররস পাইলে॥
সকল গোপীর মধ্যে তাঁর সম নাঞি। অতএব রসদানে রাখিবারে চাই॥
এক চিত্ত করি তোমা নিতে পাঠাইল। রসের চিকিৎসা তেয়াগিল॥
কামশরে রাধিকা আতুর বড় হয়। বড়ই দারুণ ব্যাধি নিবারিত নয়॥
তোমা বিনে নহে এই কর অঙ্গীকার। তুমি ত সদ্বৈদ্যসম কর উপকার॥
যেরূপে রাধার সব দুঃখ দূরে যায়। তেমন প্রকার তুমি করহ উপায়॥
তুয়া অঙ্গ-সঙ্গ-রস অমৃত সমসাধ্য। খুঁজিয়া আমাতে কিছু না হবে ঔষধ্য॥
কায়মনবাক্যে তাঁর তোমাতে বিশ্বাস। দ্রুতগতি যাইয়া পুন করহ বিলাস॥

যদি দুঃখ রাধার না ঘুচাহ ইহাতে।
জানিল হৃদয় তোমার কঠোর বজ্র হইতে॥
কামশরে সন্তাপে তাপিত হইল রাধা।
তোমার বিরহে অতিশয় পাইয়া বাধা॥
যদি চিন্তা করে চন্দ্র কোমল চন্দন।
বড়ই তাপিত হয় রাধিকার মন॥

কিন্তু আজি কালি করি কৃষ্ণ হইব মিলন।
এই ক্ষমারসে প্রাণ করয়ে ধারণ॥
তোমা বিনে ওহে নাথ গতি নাহি আর।
অতি সুশীতল প্রিয় তুমি রাধিকার॥
একান্ত থাকিয়া এই সব করে ধ্যান।
অতি ক্ষীণ ক্ষণমাত্র আছয়ে পরাণ॥
তোমা অল্প বিচ্ছেদে রাধার গ্লানি যত।
কহিয়ে তোমার আগে শুন নন্দসুত॥
পাখাতে মুদিত দেখে আপন নয়ন। তাহাতে বিধিকে রাধা করয়ে গঞ্জন॥
নিমিষে না দেখি তোমা বিরহ হইত। পূর্ব্বকাল ক্ষণমাত্র সহিতে নারিত॥
এখন তোমাতে চিরকাল নাহি দেখা। তাহাতে মুকুলিত যত আম্র শাখা॥
তা দেখিয়া কেমনে রহিব রাধা তনু। কেবল নিশ্বাস মাত্র আছে শুন কানু॥
কৃষ্ণ কহে শুন দূতি আমার বচন। রাধিকারে আনিবারে করহ গমন॥
এই কুঞ্জমাঝে করিয়ে নিবাস। রাধা আনি আমার পূরাহ অভিলাস॥
বহুত বিনতি মোর কহিবে রাধারে। পূর্ব্বাবস্থা জানাইবে তাঁহার গোচরে॥
রাধার বিরহে মোর প্রাণ নাহি রয়। রাধা বিনে হইল মোর জীবন সংশয়॥
মোর প্রাণ রক্ষাহেতু দ্রুতগতি যাও।
কোন পরকারে তাঁরে আনিয়া মিলাও॥
এতেক কাতর বাক্য শুনি পুনঃ দূতী। রাধিকার নিকটে আইলা দ্রুতগতি॥
জোড় করে রাধিকারে বলেন বচন। কৃষ্ণের বিরহ দুঃখ কহি বিবরণ॥

গীত।

রাধে, হরি তুয়া বিরহে নিদান।
তোমার হাতের মালা গলাতে পরিয়া কালা
তাথে মাত্র ধরিল পরাণ॥

মলয় সমীর বয় তাহাতে তাপিত হয়
মনমথ করিয়া সংহতি ।
মনে অনুমান করে বিরহে কি মারে মোরে
ফুলশর ফুটিল সংপ্রতি ॥
শীতল কিরণ শশী সদায় পোড়ায়ে নিশি
পড়ে ঘন মুরছা খাইয়া ।
যখন মদন-শরে মন তার বিদ্ধ করে
বিলপয়ে বিফল হইয়া ॥
শুনিয়া মকর গান আচ্ছাদিত করে কাণ
দুই করে করিয়া যতন ॥
বিশেষ হইলে রাতি কামপীড়া বাড়ে অতি
বিরহেতে ব্যাকুল চেতন ॥
তোমার করিয়া নাম বিলাপ করয়ে শ্যাম
গড়াগড়ি যায় অবনীতে ।
ত্যজি নিজ গৃহ আশ বিপিনে করয়ে বাস
এক ঠাঞি না পারে রহিতে ॥
করি তুয়া অনুরাগ বিভব করিয়া ত্যাগ
তুয়া অধর সুধা করি আশ ।
কবি জয়দেব কয় বিলম্ব উচিত নয়
পূর গিরিধর অভিলাষ ॥

পূর্ব্বে যে নিকুঞ্জ বনে তোমার সহিতে ।
কামের যতেক ক্রীড়া পূর্ণ কৈল যাতে ॥
সেই কুঞ্জ মনমথ মহাতীর্থ মাঝে । পুনর্ব্বার তাহাতে থাকিয়া যোগিসাজে ॥
নিরন্তর তোমা কৃষ্ণ করিত ধেয়ান্ । তোমার প্রলাপে যত মন্ত্র নিরমাণ ॥

সেই মন্ত্র জপ করে পুনঃ পুনর্ব্বার। কামনা করয়ে এই করিয়া বিচার॥
তুয়া কুচ কুম্ভ যুগে দৃঢ় আলিঙ্গন। সে হেন অমৃত প্রাপ্তি চিন্তে অনুক্ষণ॥
এ সকল জপ ধ্যান করি দিবানিশি। তপস্যা করয়ে হরি এক কুঞ্জে বসি॥

কর অভিসার করি রতি রস
মদন মনোহর বেশে।
গমনে বিলম্ব না করে নির্ত্তম্বিনী
চল চল প্রাণনাথ পাশে॥
তুয়া নিজ নাম শ্যাম করি সঙ্কেত
বাজায় মুরলী মৃদু ভাষে।
তুয়া তনু পরশি ধুলি তনু উড়ত
তাঁরে পুনঃ পুনঃ প্রশংসে॥
উড়াইতে পক্ষ বৃক্ষদল বিচলিত
তুয়া আগমন হেন মানে।
দ্রুতগতি সে যে করত পুনঃ চমকই
নিরখত তুয়া পথ পানে॥
শবদ অধীর নুপুর দূরে ত্যজই
রিপুর সদৃশ রতি রঙ্গে।
অতিতম পুঞ্জ কুঞ্জ বনে চল সখি
নীল ওড়নী লেহ অঙ্গে॥
তোড় উর হার কৃষ্ণ উরে শোভিত
মেঘে বক পাঁতি হেন মানি।
বিপরীত রমণে কৃষ্ণ উরে সাজবি
মেঘে যেন সাজে সৌদামিনী॥
করি অভিমান কানন ত্যজিব
রজনী হইব পরকাশ।

শুনি মোর বচন গমন করহ সত্বর
পূরাহ কানুর অভিলাষ ॥
অম্বর ত্যজি নিজ কিঙ্কিনী বেকত
জঘন কর বিরতি রঙ্গে।
নব কিশলয় শয্যাতে লেহ সুন্দরি
করাহ ঘটন শ্যাম অঙ্গে ॥
ত্যজি সব দুঃখ করহ সখী অন্তর
দ্রুতিগতি কর অভিসার।
জয়দেব বচন শুনি কর সুন্দরী
গিরিধর সহিত বিহার ॥

শুন রাধে কৃষ্ণে তুমি না হয়ো বিমুখ। তুয়া প্রিয় কৃষ্ণে কেন দেহ এত দুঃখ
বহুত তাপিত কৃষ্ণ বিরহে তোমার। ভাবিতে ব্যাকুল চিত্ত হইয়াছে আমার
তোমার মিলন হেতু বসিয়া নির্জ্জনে। তুয়া আগমন কৃষ্ণ ভাবে মনে মনে ॥
তুয়া আগমন কৃষ্ণ করত সদা আশ। না দেখিয়ে পুনঃ পুনঃ ছাড়য়ে নিশ্বাস
রাধা এল বলে বনে হয়ে চমকিত। পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণ কুঞ্জে খুঁজিয়া ব্যথিত ॥
অন্য পথে এসে থাকে এমতি ভাবিয়া। গদ গদ স্বরে কাঁদে তোমা না দেখিয়া
আসিতে নারিল কিবা গুরুজন ভয়ে।
হা রাধে হা রাধে ব'লে অতি গ্লানি হয়ে ॥
কিশলয় শয্যা পুনঃ করয়ে রচন। আকুল হইয়া পুনঃ করে নিরীক্ষণ ॥
মনে করে দৃঢ় অনুরাগ তাঁর সাথে। প্রতারিতা গুরুজনে আসিব পশ্চাতে ॥
লুকাইয়া আছেন কিবা চিত্ত জানিবারে। এই ভেবে চতুর্দ্দিগ নিরীক্ষণ করে
তোমার লাগিয়া কৃষ্ণ বিষাদিত মনে। অত্যন্ত গ্লানি চিত্ত মদনের বাণে ॥
এ দুঃখে দয়া নাহি তোমার অন্তরে। ত্যজি নিজ কুটিলতা চলহ সত্বরে ॥
এতেক আমরা তোরে বুঝাতে নারিল। বড়ই নিঠুর তুমি এবারে জানিল ॥
সন্ধ্যা হলো এবে অস্ত গেল দিনপতি। তোমার কৌটিল্য যত করিয়া সংগতি

কৃষ্ণ মনোরথ যত তোমার আশাতে।
নিবিড় অন্ধকার হইল অন্ধকার সাথে॥
যেন চক্রবাক দীর্ঘ করয়ে করুণা। তাহার অধিক মোর তোমাতে প্রার্থনা॥
ত্যজি অভিমান কর দ্রুত অভিসার।
কোন কাজ হইতে এত বিলম্ব তোমার॥
এখন বিফল তোর বিলম্ব গমন। অভিসার করিবারে ক্ষণ বিলক্ষণ॥
উৎকণ্ঠা তোমার প্রিয় বসিয়া নির্জনে। অত্যন্তমুগ্ধা তুমি জানিল কারণে॥
হেন অন্ধকার সখী কভু নাহি দেখি।
নিকটে থাকিতে লোক নাহি উপলখি॥
এখন আঁধারে যদি কর অভিসার। লোকের গোচর নহে তাহার আকার
কহি অদভূত কথা তোমার সাক্ষাতে। শৃঙ্গার করিয়া লজ্জা পাইলা যেমতে
সঙ্কেত করিল নারী এক যুবাসনে। তেমতি করিল অরক্ষিত দুই জনে॥
যার স্ত্রীতে যে জনার সঙ্কেত হইল। তার নারী উহার পতিসনে তেন কৈল
অন্তের নিমিত্তেতে দেখা আন সনে। এই অন্ধকারে যথা হইল মিলনে॥
ভ্রমে নিজ নিজ স্বামী সনে মিলন দোহার।
উপপতি ভাবে নিজ পতিতে শৃঙ্গার॥
আলিঙ্গন চুম্বন দর্শন নখাঘাতে। কামের প্রকাশ কৈল এসকল মতে॥
রমণ করিতে মাত্র দোঁহে হইল কথা। তাহাতে হইল জ্ঞান আপন পরতা
এই দুই দম্পতি রহেন অন্ধকারে। লজ্জা সম্বলিত রস হইল শৃঙ্গারে॥
কৃষ্ণের মিলন পাছে হয় অন্য সনে। ভ্রমতে শৃঙ্গার ভাব হয় কোন খানে॥
এই অন্ধকারে সখি নাহিক বিশ্বাস। বিলম্ব হইলে তুমি হইবে নৈরাশ॥
প্রয়াস করিয়া তোরে পাঠাইল নিতে।
এ নিঠুরতা তোরে না বুঝি করিতে॥
মিথ্যা গোয়াইহ কাল কিসের কারণে।
ত্যজ রূপবতী মতি বিলম্বন মনে॥

হেন অন্ধকারে যাবে চতুর্দ্দিকেছ াইয়া।
কৃষ্ণকে খুঁজিবে ভয়ে চমকিত হইয়া ॥
পাছে পাছে পুরুষের ভ্রমে অন্ধকারে।
রয়্যা রয়্যা চরণ চালাবে ধীরে ধীরে ॥
অনঙ্গ তরঙ্গ অঙ্গে গমন হইয়া।
স্থগিত হইবে কোন রহ-স্থান পাইয়া ॥
সুমুখী রাধিকা তোরে কি আর বলিব।
হেনরূপে তোরে দেখে কৃতার্থ হইব ॥

অতএব গমন করহ, ত্যজ রোষ। না গেলে পাইবে দুঃখ মোর নাহি দোষ
ইহার অন্তরে সেই চতুর দূতিকা। পুনর্ব্বার বনে যাইয়া দেখিল রাধিকা ॥
বহুদিন হইতে সেই কৃষ্ণে অনুরক্ত। কৃষ্ণের নিকট যাইতে হইল আশক্ত ॥
ভাবনা করেন রাধা লতার কুটিরে। কৃষ্ণেতে মিলন হব কেমন প্রকারে ॥
মোর প্রাণনাথ অন্য নারীতে বিহার। কমল নয়নে কৃষ্ণ পাসরিল মোর ॥
মোর প্রতি ব্রজপতি অতি নিঠুরতা। বাঁচাইল প্রীত চিত ছেড়ে গেল কোথ
এতেক বিলাপ রাধা করিল নির্জ্জনে। দূতীকে কহেন কিছু মধুর বচনে ॥
শুন প্রিয় প্রাণ সখি রাখ মোর প্রাণ। হরিকে আনিয়া দেহ মোর সন্নিধান
এমন কাতর বাক্য শুনিয়া রাধার। কৃষ্ণের নিকট দূতী গেল পুনর্ব্বার ॥
গোবিন্দ দেখিল গিয়া নির্জ্জন গহনে। কিছুই উৎসাহ নাহি মদন বেদনে ॥
রাধা-মুখ পদ্মে নিরন্তর অনুরাগী। রাধাগুণ গান করে হইয়া বিয়োগী ॥
হেন কৃষ্ণ আগে দূতী করি বিবরণ। রাধার বিলাপ কথা কহেন তখন ॥

গীত।

ওহে নাথ শুন রাধার দুঃখ।
বাস ঘরে নব পল্লব উপরে,
বসিয়া বিষণ্ণ মুখ ॥

সেই মুখ বিধু, তার মিষ্ট মধু,
যেন রতি করেছে গান।
তেমতি তোমারে, দেখে সব চাই,
নিভৃতে করিয়া ধ্যান ॥

রভস হইয়া, তোমার নিকট,
যাইতে কর যে বল।
দুই চারি পদ গমন করিতে,
পড় যে হইয়া বিহ্বল ॥

কমল বলয়, কঙ্কণ করিয়া,
অঙ্গ তাপ করে নাশ।
অন্তরের তাপ, বিনাশ করিয়া,
তুয়া স্পর্শ করি আশ ॥

মনে পুনঃ পুনঃ, করে নিরীক্ষণ,
তোমার রাস বিহার।
আপনাকে মানে, তোমার আকার,
এখন ভাবনা তাঁর ॥

অভিসার কেন. না কৈলে ও রীত,
মো রসে প্রাণের নাথ।
বারে বারে এই, সখীকে সুধায়,
করিয়া হা নাথ নাথ ॥

মেঘের সদৃশ নিবিড় আঁধার,
দেখে সেই নিতম্বিনী।
করত চুম্বন, পুন আলিঙ্গন.
কৃষ্ণ আগমন জানি ॥

তোমার মিলম্ব, গমন দেখিয়া,
ত্যজিয়া সকল লজ্জা।
বিলাপ করিয়া, করয়ে রোদন,
হইয়া বাসক সজ্জা॥
জয়দেব কহে, শুন গিরিধর,
তোমার মিলন হইতে।
রাধার এতেক, বিরহ বেদন.
দূর কর কোন মতে॥

পুনঃ পুনর্ব্বার রাধা বিরহে তোমার। অন্তরে তাপিত হয় কত পরকার॥
পঞ্চশর বেদনাতে রোমাঞ্চিত তনু। ঘন ঘন শীৎকার করয়ে তোমা বিনু॥
অন্তরের জড়িমাতে হইল বিকার। ব্যাকুল হইয়া বনে করেন বিহার॥
বিপন্ন হইয়া রাধা কাম চিন্তা জ্বরে। নগ্ন হইলা তুয়া স্পর্শ রসের সাগরে॥
সতত তেমোর ধ্যান করি অবিলম্ব। এই হেতু রাধিকার জীবন বিলম্ব॥
তোমার লাগিয়া রাধা এত দুংখ পান।
সংসারেতে ধূর্ত্ত নাহি তোমার সমান॥
তোমার সঙ্গম-সুখ করিয়া বাসনা। তোমার লাগি রাধা এত করয়ে ভাবনা
কৃষ্ণ আসি দেখি হইবে মিলন। সেই ভাবে অঙ্গে পরে যত আভরণ॥
বৃক্ষের পল্লব যদি পড়ে আচম্বিতে। কৃষ্ণ এল বলে শঙ্কা করেন তাহাতে॥
এইক্ষণে এসে তুমি করিবে শয়ন। সে হেতু পল্লব শয্যা করয়ে রচন॥
কৃষ্ণ আইলে কত শত করিব বিলাপ। ধ্যান করি করে সব এই অভিলাস॥
হয় কত অনুরত এমত প্রকারে। গমন করহ নাথ তাহার গোচরে॥
তুমি নাঞি গেলে প্রভু সেই বরতনু। নিশা পার না হইবে তার নিজনু॥
ইহার অন্তরে চন্দ্র করিল উদয়। তাহার কিরণেতে নির্ম্মল জ্যোৎস্না হয়॥
তা দেখি কুলটা রমণ না মানে প্রবোধ। কুলটা যাবার পথে হইল বিরোধ
অঙ্গের কলঙ্ক অঙ্গ বড় স্ফুটতর। আকাশ মণ্ডল তাথে শোভিত সুন্দর॥

দিক্ সুন্দরী মুখে যেন চন্দনের বিন্দু। তেমতি উদয় হইল পরিপূর্ণ ইন্দু ॥
বৃন্দাবন ভিতর সকল হইল আলা। দেখিয়া রাধার মনে মদনের জ্বালা ॥
এই মত উদয় যদি হইল শশধর। কৃষ্ণের বিলম্ব দেখি রাধা চিন্তান্তর ॥
বহুত বিলাপ করে বিবিধ প্রকারে। পরিতাপ করি কাঁদে অতি উচ্চস্বরে ॥
যার এবার আর কার লব হে শরণ। না মানিল সখীর বচন ॥
সময় করিয়া হরি কেন না আইলা। এরূপ যৌবন মোর বিফল হইলা ॥
এ রাত্রিতে যার লাগি বাঞ্ছা কৈল বন। সে হেতু হৃদয় বিদ্ধ করিল মচন ॥
বরঞ্চ মরণ মোর ভাল হেন গণি। কেমনে সহিব আর বিরহ আগুনি ॥
কি দুঃখ কঙ্কণ মণিময় অলঙ্কার। হরির বিরহানলে সে সকল ভার ॥
মোর প্রিয় না ঘটল এ মধু যামিনী। কৃষ্ণ যার সঙ্গে পূর্ণ হয় সে কামিনী ॥
আমার গলার মালা হৈয়া কামবান্। সুকুমার অঙ্গে মোর বিদ্ধ করে প্রাণ ॥
তার হেতু আমার বসতি ঘোর বনে।
সে হরি অ মাতে স্মৃতি নাহি করে মনে ॥
জয়দেব বলে রাধা করহ বিলাপ। তোমা বিনে গিরিধর করে অনুতাপ ॥
কেন না আইল কৃষ্ণ আমার নিকট। বুঝিলাম তবে কিছু হয়্যাছে শঙ্কট ॥
কি অন্য কামিনী সঙ্গে করিল গমন। খেলাতে করিল বদ্ধ কিবা সঙ্গিগণ ॥
অতিশয় অন্ধকার বটে এই বন। পথ ভুলে অন্য পথে করয়ে ভ্রমণ ॥
এই কুঞ্জবনে আসি অতি অল্প পথে।
গ্লানি চিত্ত হইয়া কিবা নারিল আসিতে ॥
বেত্রলতা নির্ম্মিত অপূর্ব্ব কুঞ্জবন! শঙ্কেত করিয়া প্রাণনাথ মোর সনে ॥
যেন আইলা এই কুঞ্জ এ সব কারণে।
আমাকে বিস্মৃতি কিবা হয় তার মনে ॥
এই সব ভাবনা করেন চন্দ্রমুখী। হেন কালে নিকটে আইলা নিজ সখী ॥
কৃষ্ণ আনিবারে যারে যারে পাঠাইল।
বিনা কৃষ্ণ একা সখী দেখিতে পাইল ॥

কার্য্য না হইলে তাথে বিষণ্ণ বদন।
বলিতে না পারে কিছু স্বরূপ বচন ॥
রাধিকা দেখিয়া পুনঃ সেই সখী মুখ।
অভিপ্রায় করে মনে পায় বড় দুঃখ ॥
সেই কৃষ্ণ অন্য নারী সনে কৈল রতি।
আমাকে অবজ্ঞা বড় করিল সংপ্রতি ॥
সেই নারী ভাগ্যবতী পুণ্য কৈল কত।
আমারে ছাড়িয়া তেঁই তাথে অনুরত ॥

কিবা দেখে এলে সখি আপন নয়নে। অতি ম্লান মুখ দেখি তথার কারণে
প্রশংসা করিয়া কৃষ্ণে রতা নারীগণ। দুতীকে সংবাদ করি বলেন বচন ॥
যে যে নারী সনে কৃষ্ণ করিল রমণে। তাহাদের রূপ গুণ করিয়ে বর্ণনে ॥
কে যুবতী করে রতি ব্রজপতি সনে! তাঁর প্রতি গুণবতী নাহি জগজনে ॥
কামযুদ্ধ সমযুদ্ধ কে করিল বেশ। এথা আইল কিছু ফুল মালা বেচা কেশ ॥
হরি আলিঙ্গনে মনে মদনে বিকার। স্তনের উপরে দোলে মণিময় হার ॥
বিচলিত অলকাতে মুখ শোভা পায়। হরিমুখাপনে-সুখে অলস জানায় ॥
চঞ্চল কুন্তল গণ্ড স্থলেতে বিরাজে। নড়িতে জখন ঘন কিঙ্কিণী সে বাজে ॥
হরি দরশনে লজ্জা পাইয়া পাছে হাসে। কণ্ঠনাদ করে মগ্ন হইয়া রতিরসে
অতিশয় কম্প পুলক মৃদু হাস। ঘন ঘন শ্বাসে হয় কামের প্রকাশ ॥
শ্রমেতে হইল ঘর্ম্ম সকল শরীরে; রতি রণ পণ্ডিত সে পড়ে প্রিয় উরে ॥
জয়দেব কহে রাধে কিবা কর ভয়। তোমা বিনে গিরিধরের আর কেহ নয়
চন্দ্রোদয় দেখি রাধা বিরহে জর্জ্জর। চন্দ্রগুণ ব'লে দুঃখে হইয়া কাতর ॥
কৃষ্ণ মুখ পদ্ম যেই বিরহে পাণ্ডুর। তাহার সদৃশ হরি এই শশধর ॥
উদয় করিয়া সেই শীতল কিরণ। যত্তপি লোকের তাপ করেন খণ্ডন ॥

তথাপি মদন সঙ্গে করিয়া মৈত্রতা।
কামে ব্যথা দিছে মোরে হইয়া দুঃখিতা ॥

আজি কৃষ্ণ করয়ে রমণ।
কামবাণ ইষুরাশি রমণী বদন শশী
চুম্বন করিয়া বারে বারে।
পুলকেতে সেই মুখে কস্তূরি তিলক লেখে
শোভে মৃগ যেন শশধরে॥
মেখল সম কেশ তাথে করে নানাবেশ
সেই কাম মৃগের কানন।
বিদ্যুতের সমতুল তাথে দিলা দুটি ফুল
যা দেখে চঞ্চল যুবাগণ॥
মৃগনাভি কস্তুরিতে মাখাইস ভালমতে
কুচ যুগ নিবিড় গহন।
তাথে পরাইল মতি কৈল তার সমজ্যোতি
নখ চিহ্ন সুধাংসু যেমন॥
জিনিয়া মৃণাল কত কোমল শীতল হাত
করতল কমলের দলে।
মরকত নিরমিত মলয়া ভ্রমরা মত
তাথে নিয়োজিল কুতূহলে॥
অতি স্থূল যে জঘন রমণীর নিকেতন
মদনের সোনার আসন।
তাহাতে কিঙ্কণী দিয়া বহির্দ্বারে নিরমিয়া
বাসনা করিল পূরণ॥
চরণ কমল রক্ত অলক্ত-লক্ষণ যুক্ত
নখমণিগণের পূজিত।
বাহিরে প্রাচীর প্রায় দিয়া অনুরক্ত তায়
হৃদয়ে করয়ে নিয়োজিত॥

কোন রমণীর সঙ্গে রতি করে নানা রঙ্গে
হলধর ভ্রাতা মহাখল।
দিবসে বনের মাঝে বসে থাকি কোন কাজে
বল সখী বিলম্বে কি ফল ॥
তোর আগে কহি কথা যদি বৃষভানু সুতা
তব প্রতিফল দিব তাঁর।
কবি জয়দেব কয় এই সে উচিত হয়
গিরিধরে এত অহঙ্কার ॥

এইমত বনে হরি করেন বিলাস। সেই রাধিকার হৈল বিরহ প্রকাশ ॥
কৃষ্ণ না আইলে তথা মনে পাইবে ব্যথা। সখীরে বলেন পুনঃ অন্তরের কথা।
যদি না আইল সখী সে ধূর্ত্ত নির্দ্দয়। তাথে দুঃখ না ভাবিহ আপন হৃদয় ॥
অনেক নারীর সেই হইয়া বল্লভ। সচ্ছন্দে রমণ করে আমাতে দুর্লভ ॥

শুন সখী তাহাতে তোমার কিবা দোষ।
আনিতে নারিব তাঁরেই ইহাতে সন্তোষ ॥
দেখি আজি সেই প্রিয় সঙ্গম কারণ।
তাঁর গুণে আকুলিত হ'য়ে মোর মন ॥
তাঁরে আনিবার তরে উৎকণ্ঠিত হইয়া।
আপনি কি আমার চিত্ত অঙ্গেতে ফুটিয়া ॥

কুবলয় সম আঁখি দেখিয়া হরির। কিশলয় সে যে নয় তাপিত শরীর ॥
প্রফুল্ল কমল মুখে দিল যেই মুখ। কাম-শরে কিবা তাঁরে দিতে পারে দুঃখ
শ্যামের অমৃত সম মধুর বচনে। জ্বালা নাহি পাব সেই মলয় পবনে ॥
স্থল পদ্ম জিনি হাত পায়ের পরশে। শশীর কিরণে তাপ না পাইল সে যে
সজল জলদ শ্যাম অঙ্গে অঙ্গ যার। বিরহেতে বিদীর্ণ হৃদয় নহে তাঁর ॥
হেমসম বস্ত্র পরাইয়া করে বাস। পরিজন হাসে সেই না ছাড়িব শ্বাস ॥
ত্রিভুবন জন হইতে যুবা শ্যাম রায়। তাঁ সাথে কর যাতে পীড়া নাহি পায়

জয়দেব কহে রাধে কর অবগতি। নিকটে পাইবে গিরিধর প্রাণপতি ॥
যখন লাগয়ে অঙ্গে মলয় পবন। তখন বাড়য়ে অঙ্গে মদন বেদন ॥
তাথে হৈতে রাধার অন্তরে হয় তাপ। পবনের প্রতি বনে করিয়া বিলাপ ॥
মলয় পবন তুমি পর উপকার কারক। জগতের প্রাণ কামে আনন্দদায়ক
প্রসন্ন হইয়া মোরে পূর্ণ কর কাম। দক্ষিণ হইয়া মোরে কেন হৈলে বাম ॥
কৃষ্ণকে করিয়া মোর আগে অণুক্ষণ। হরি সে আমার প্রাণ এই দিবেদন ॥
সম্প্রতি রাধাতে কৃষ্ণ নহে অনুরক্ত। তথাপি রাধার চিত্ত কৃষ্ণেতে আসক্ত
হেন চিত্তে নিন্দা করি কহে মৃদু কথা ॥ যে কৃষ্ণ করিল মনে এতেক অবস্থা
রিপুর সদৃশ এই সখীর সম্ভাষ। শীতল পবন মোরে যেমন হুতাশ ॥
অমৃত সদৃশ এই চন্দ্রের কিরণ। বিষ তুল্য সেও মোরে করয়ে দাহন ॥
এতেক নির্দ্দয় কান্ত প্রতি মোর মন। কেন হেন অনুরক্ত হয় অনুক্ষণ ॥
কি করিব কুবলয় নয়নী সমাজে। নিরন্তর তুষ্টকাম করয়ে অকাজে ॥
শুন হে বচন ওহে মলয় মারুত। রাধাকে করহ পীড়া মনে আছে যত ॥
ওহে পঞ্চ বাণ প্রাণ করহ গ্রহণ। পুনর্ব্বার নহে মোর এ ঘর করণ ॥
যমের ভগিনী তুবি সবার নির্দ্দয়। তোমার ক্ষমাতে আর মোর কিবা হয় ॥
স্বকীয় তরঙ্গে অঙ্গ করহ সেচন। মোর দেহ-দাহ সাম্য হউক এখন ॥
ইহাতেই জানা গেস রাধার আশয়। প্রাণ ত্যাগ করিবারে করিল নিশ্চয়
বিরহে অস্থির চিত্ত হইয়া কাম-জ্বরে। অত্যন্ত ব্যাকুল ধনী স্থির হৈত নারে
সন্নিপাতে স্নান কৈলে মরণ কেবল। সে হেতু প্রার্থনা করি সুশীতল জল ॥

হেনরূপে পোড়াইল কত কত নিশি।
কামশরে জর জর সেই খানে বসি ॥
সেকালে প্রভাতে প্রিয় প্রণত হইয়া।
জোড় হাতে স্তুতি করে রাধা আগে লইয়া ॥
যদি কৃষ্ণ নিতজুত করেন বিনয়।
তথাপি কুপিয়া রাধা কৃষ্ণপ্রতি কয় ॥

বিভাষ—

হে মাধব যাওয়াত না বল কপট সংবাদ
যাও তুমি তার ধাম কোমল লোচন শ্যাম
যে তোমার হরষ বিষাদ ॥
জাগিয়া রজনী পুনঃ চক্ষু কৈল রক্তবর্ণ
পলক নিমিষ ক্ষণে ক্ষণে।
হেন অনুমান চিতে যত অনুরাগ তাথে
হৃদ হইতে উঠিল নয়ানে ॥
কাজরে মণ্ডিত নেত্র চুম্বন করিতে মাত্র
ও মুখ মণ্ডল কলকলে।
ওহে কৃষ্ণ কহি স্পষ্ট সভাবে অরুণ ওষ্ঠ
অঙ্গের বরণ হৈল ভাল ॥
করি কাম যুদ্ধ কত নখে তনু হইল ক্ষত
তাহাতে হইল রতি জয়।
মরকত মণি মাঝে সোনার অখির সাজে
তেন শোভা তেমতি উদয় ॥
রতিরস কুতূহলে লেগেছে হৃদয় তলে
চরণ কমল আলতা।
মনমথ পাছে কিবা নব কিশলয় শোভা
দেখা দিল বাহিরে সর্ব্বথা ॥
মোর চিত্তে হয় দুঃখ দেখিয়া তোমার মুখ
অধরেতে দশনের চিহ্ন।
কোন লাজে কহ তুমি কেবা তুমি কেবা আমি
তোমার আমার তনুমাত্র ভিন্ন ॥

কেবলে তোমারে ভাল ভিতরে বাহিরে কাল
বড়ই তোমার নির্দ্দয় মন।
হেন অনুগত জনে কাম পীড়া দেহ লনে
মোরে কৃষ্ণ না কর বঞ্চন ॥
মারিতে অবলাগণে ভ্রমণ করহ বনে
তোমা প্রতি এ কোন রীতি।
স্ত্রীবধে তোমার মতি পূতনা প্রমাণ তথি
শিশু হইতে নির্দ্দয় চরিত ॥
কার সনে করে রতি পোহাইলে সব রাতি
প্রভাতে আইলে কোন লাজে।
জয়দেব কবিবর বলে শুন গিরিধর
তুমি ধূর্ত্ত বুঝা গেল কাজে ॥

শুনহ ওহে কৃষ্ণ বলি যে তোমাকে। তোমার সমান ধূর্ত্ত নাহি তিনলোকে
তোমার সহিত খ্যাত বড়ই প্রণয়। পাছে তব প্রীতি ভঙ্গ মোর প্রতি হয় ॥
এই হেতু তোমারে বলিতে হয় ভয়। তুমি সে দারুণ খল সবারে নির্দ্দয় ॥
বড় লজ্জা পাই আজি তোমারে দেখিতে।
বলিতে না পারি কিছু এই তোমার রীতে ॥
পায়ে অলক্ত রক্ত লেগেছে প্রিয়ার। অরুণ বরুণ তাথে হৃদয় তোমার ॥
অন্তরিল তাঁর প্রতি অনুরাগ যত। হৃদয়েতে ভিন্ন হয়্যা হইল নির্গত ॥
কেবলে তোমার ভাল কাল তনু যার। কপট করিয়া কেন দুঃখ দেহ আর
ইহার অন্তর পুনর্ব্বার সেই সখী। রহ স্থলে যাও রাতে রাধা চন্দ্র মুখী ॥
মনমথ বানে কত জর জর হইয়া। কাতর অন্তর অতি রস না পাইয়া ॥
তা'তে হয় অতিশয় বিষণ্ণ বদন। হরির চরিত চিন্তা করে অনুক্ষণ ॥
কলহ করিতে দূরে বাস কৈল যাইয়া। মানিনী হইল কোপে বিষণ্ণ হইয়া
হেনকালে নিকটে আসিয়া প্রিয়দূতী।
বুঝাইয়া কহেন কিছু রাধিকার প্রতি ॥

গীত।

হে মাধব না কর মান ॥
হইয়া মানিনী আপনা আপনি
দগধহ কেন প্রাণ ॥
মৃদু বায়ু বয় এমতি সময়
হরি কৈল অভিসার ॥
ইহার অধিক অপর কি সুখ
ভুবনে আছয়ে আর ॥
জিনি তাল ফল অতি গুরুতর
পাড়ল অচির দিনে।
পরশে পরশ এ কুচ কলস
বিফল করহ কেনে ॥
বিষাদিত মনে কেন অকারণে
কাঁদিছ বিফল হইয়া।
তোমার সঙ্গতি সকল যুবতী
হাসিছে নিকটে রইয়া।
কমলের দল তা'তে দিয়া জল
কেন থাক তা'তে শুইয়া।
নয়ন যুগল করহ সফল
হরিকে দেখ চাহিয়া।
পুনঃ পুনঃ মনে দুঃখ কর কেনে
হেন না করিও আর।
মনের বঞ্চিত শুনিতে অমৃত
বচন শুনহ মোর॥

নিকটে তোমারি আস্থন সে হরি
বলুন মধুর কথা।
আপন হৃদয় দুঃখ অতিশয়
কি কারণে কর ব্যথা॥
কথা এই মত বলেছি বহুত
এখন কহি যে তোরে।
সে শ্যাম নাগর বড়ই স্থন্দর
না ছাড়িহ সখি তাঁরে॥
জয়দেব বাণী শুন ঠাকুরাণী
এমত উচিত নয়।
মান দূর কর ভজ গিরিধর
যদি তুয়া মনে লয়॥

পুনঃপুনর্ব্বার রাধা বিরহে তোমার। যতেক যুবতী সব তোমার অন্তর॥
অতি স্নিগ্ধ কৃষ্ণে জিনি ক্রুর তুমি অতি। প্রণত কৃষ্ণের প্রতি স্তব্ধ অন্যে রহি
অনুরক্ত জনে শেষ করিছ যে হ’তে। সমুখ কৃষ্ণের প্রতি বিমুখ যে মতে॥
শুন রাধে সেই তো বটে উপযুক্ত। তোরে সব বিপরীত ধনি শুন ব্যক্ত॥
শীতল চন্দন তোর প্রতি যেন বিষ। চন্দ্রের কিরণ তোরে রবির সদৃশ॥
তোরে হিম অগ্নি সম করয়ে দাহন। রতি জন্য হর্ষ তোরে বহুত বেদন॥
দেখিয়া তোমার সেই সকল চরিত। জানিল তোমাতে সেই কার্য্য বিপরীত॥
ইহার অন্তরে সেই রাধিকা স্থন্দরী। অতি স্নিগ্ধ বেশেতে নিবিষ্ট চিত্ত করি॥
বড়ই নিশ্বাসে মুখ হ’য়েছে পাণ্ডুর। কৃষ্ণ দরশন লাগি বড়ই কাতর॥
কামশরে অতিশয় পাইয়া যাতনা। মনে মনে এই সব করেন ভাবনা॥
পুনঃ পুনঃ নিজ সখী পাঠাইল হরি। না শুনিল তাঁর কথা অহঙ্কার করি॥
তাহাতে কৃষ্ণের মনে হইয়াছে দুঃখ। আপনার গুণে কৃষ্ণ হইলা বিমুখ॥
এবে কি করিব এই মনেতে করিয়া। সখীমুখ চায় কিছু লজ্জিত হইয়া॥

হেন রাধা দেখে কৃষ্ণ বড় পাইল সুখ। ক্রোধ তাপ জানিল প্রসন্ন দেখে মুখ॥
রাধার মনের ভাব করি অভিপ্রায়। নিশামুখে নিকটেতে আইলাত রায়॥
আসিয়া আনন্দে কৃষ্ণ গদ্‌গদ্‌ স্বরে। এ সব মনের কথা বলেন রাধারে॥

শুন হে সুশীল প্রিয়ে ত্যজ অকারণে মোরে মান।
মদন আগুণ হেন দহে মন অনুক্ষণ
দেহ মুখপদ্ম মধু পান॥
কিছু যদি বল কান্তে জ্যোৎস্নার সদৃশ দন্তে
নাশ করে ভয় অহঙ্কারে॥
অধর অমৃত হৈতে তোমার বদন চন্দ্রে
লোভি করে নয়ন চকোরে॥
আমাতে নাহিক দোষ তবু যদি কর রোষ
হান ত নয়ন শর বাণে।
বাঁধ ভুজ যুগ পাশে দশনে দংশহ রোষে
কামবাণ লোচন লোচনে॥
তুমি সে জীবন ধন তুমি মোর আভরণ
তুমি রত্ন এ ভব সাগরে।
তুমি প্রাণ সমতুল হও মোরে অনুকূল
এই যত আমার অন্তরে॥
নীল কমলের আভা তোমার নয়নের শোভা
যেন রোষ রাঙ্গা উৎপল।
যদি হেন কৃষ্ণ অঙ্গ কামভাবে করে রঙ্গ
তবে তার যোগ্য হয়ে ফল॥
স্তনের উপরে কার বিচলিত মণিহার
তাহে হ’য়ে হৃদয় রঞ্জন।

নিবিড় জঘনে ঘন থাকিয়া কিঙ্কিণীগণ
কাম আজ্ঞা করয়ে ঘোষণ ॥
স্থল কমলের দল জিনি অতি সুশীতল
রতি রঙ্গে বড় শোভা পায়।
হৃদয় রঞ্জন মোর হেন পাদযুগ তোর
রণরঙ্গ করি আর তায় ॥
তুয়া পদ কিশলয় কাম বিষ করে জয়
ভূষা তুল্য কর মোর মাথে ;
জ্বলিছে আমাতে কত কামতাপ সূর্য্য মত
সে সকল সাম্য হউ তাথে ॥
দয়া নাহি করে মনে দুঃখ দেহ দীন জনে
বিচারে না পাবে মোর দোষ।
জয়দেব কবি বলে মিছে দুষ্ট লোক বলে
গিরিধরে না করিহ রোষ ॥

প্রিয়াকে কহেন কৃষ্ণচন্দ্র পুনর্ব্বার। সুশীতল হইয়া কেন কোপের সঞ্চার ॥
মনে কর অন্য যুবতীর সঙ্গে রতি। আমাতে সম্বর শঙ্কা ত্যজহ সম্প্রতি ॥
তোমার নিবিড় স্তন নিবিড় জঘন। তাহাতে সতত মোর হরিল চেতন ॥
কেবল সে কামোদয় আমার অন্তরে। প্রবেশ ক'রেছ গিয়া হৃদয় দুয়ারে ॥

অনঙ্গ হইতে অন্য কারো নাহি গতি।
প্রবেশ প্রকাশে এই অঙ্গে আছে কতি ॥

শুন শুন প্রণয়িনী রতির আরম্ভে। যা করিতে হয় সেই করয়ে বিলম্বে ॥
যদ্যপি তোমার বাক্যে না হয় প্রতীত। তবে মোরে দণ্ড কর ইহার উচিত ॥
শুন মুগ্ধে মোর প্রতি আছে তব ক্রোধ।
দয়া করি দুর কর মনের বিরোধ ॥

নির্দ্দয় হইয়া দন্তে করহ দশন। মোর অঙ্গ উজ্জ্বল তায় করহ বন্ধন॥
কঠোর যুগল স্তনে করিয়া পীড়ন। পুনঃ পুনঃ নিজ কোপ কর সম্বরণ॥
অতি দুষ্ট কামোদয় চণ্ডাল সমান। কালরূপী চোখ ধনুক বিন্ধে পঞ্চবান্॥
সেই বাণে পোড়ে প্রাণ যেন নাহি যায়।
কোপ ত্যজি কর রাগে তাহার উপায়॥
কায় দেখে চঞ্চল হইয়াছে মোর প্রাণ। তুমি যে এ সব দুঃখ করহ মোচন॥
কোপযুত তুমি কিবা হও একবার। না হও ত ভ্রূযুগ বঙ্কিম তোমার॥
সেই ভ্রূ কাল সর্পাকৃতি ভয়ঙ্কর। আমা হেন যুবা জন মোহে নিরন্তর॥
সেই কাল দুষ্ট ভয় ভাঙ্গিবার যন্ত্র। তোমার অধর সুধা সেই সিদ্ধ মন্ত্র॥
শুন হে সুন্দরী তোমারে কহি যে কথা।
মৌন করি মনঃ কথা কেন দেহ ব্যথা॥
হাসি হাসি কোমল বচন কহি মোরে।
তাথে হৈতে বিরহ যাতনা যাক্ দূরে॥
মোরে তুষ্ট করি কর মধুর আলাপ।
কৃপা দৃষ্টি করি দূর করহ সন্তাপ॥
বিমুখ হইয়াছ কেন হইয়া সুমুখী।
আমারে না ছাড় প্রিয়ে কর মোরে সুখী॥
আমি স্নিগ্ধ প্রিয় তোর আপনি উপস্থিত।
এ জনের পরিত্যাগ না হয় উচিত॥
যদি ত্যাগ কর এই অনুরক্ত জনে। তোমা সম মূঢ় তবে নাহি জগজনে॥
বচন অদ্ভুত দেখি যে তোমাতে। বিবরণে ক'রে বলি তোমার সাক্ষাতে॥
কিবা পঞ্চশর এই মদনের বাণ। তোমার বদনে বিধি কৈল নিরমান্॥
বান্ধুলির ফুল জিনি সুরঙ্গ অধর। মৌল ফল জিনি গণ্ড স্নিগ্ধ নিরন্তর॥
নীল উৎপল জিনি নয়নে প্রকাশি। কুন্দ জিনি দন্ত তিল ফুল জিনি নাসা॥
যে মুখ শিরিশ পুষ্প নিন্দিয়া তোমার। সেই বাণে কাম বিস্মর বারে বার॥

আর এক অদ্ভুত চরিত তোমার। ক্ষীণ হইয়া এত বল বড় চমৎকার ॥
বড় মদালসা তোর এ দুনয়ন। বদন এমন ইন্দু অতি বিলক্ষণ ॥
তোমা মতি সকল লোকের মনোরমা। কলাবতী তোর রতি অতি অনুপমা
কিবা ধরিয়াছে রম্ভা তোর দুই উরু; বড়ই সুন্দুর চিত্রলেখা দুই ভুরু ॥
শুন ধনি ক্ষীণ হইয়া এত তোর বল। অঙ্গেতে বহিছে সব যুবতী সকল ॥
এ বড় আশ্চর্য্য কথা শুনিতে বিচিত্র। পৃথিবীতে এসে তোর দারুণ চরিত্র ॥
একদিন বেশ ক'রে সেই হৃষীকেশ। কুঞ্জবন মাঝে মাঝে করিলা প্রবেশ ॥
এই কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া ব্রজরাজে। পুনরপি দূতী গিয়া কৈল তাঁর কাজে ॥

দৃষ্টিলোক অন্ধকারে প্রথম রাত্রিতে।
হেন কালে দূতী গেলা রাধার সাক্ষাতে ॥

বহুত দিবস হ'তে করিয়া বিনতি। রাধিকাকে সন্তুষ্ট করিল সেই দূতী ॥
অঙ্গে অঙ্গে পরে রাধা নানা আভরণ। কৃষ্ণের অপ্রাপ্তি দুঃখ হইল তেয়াগণ

অতি আনন্দিত মতি রতি অভিলাসে।
সখী সনে থাকে বনে হাস্য পরিহাসে ॥
হেনই সময়ে সখী কহেন রাধারে।
কৃষ্ণের নিকটে অভিসার করিবারে ॥

চল চল চল হরি সন্নিধানে ॥

কাতর বচনে হরি বহুত বিনতি ক'র
পদ যুগে করয়ে বিনতি।
মঞ্জুল কুঞ্জের মাঝে নিরমিত কেলী সেবে
সম্প্রতি করিল অবস্থিতি ॥
নিবিড় জঘন তব কুচ তোর গুরুতর
ধীরে ধীরে করহ বিজয়।
চরণ যুগলপর মণিময় নূপুর
কর হংস গতি পরাজয় ॥

মোহ এত ধ্বনি সব মধুর কৃষ্ণের রব
শুনিয়া করহ পূত পিকে।
অনিবার্য্য মোর বাণ ভজ কান্ত ত্যজ মান
কামাঙ্কুর বুঝাহ পিক মুখে ॥
বায়ুতে চঞ্চল পাত তাহাকে করিয়া হাত
কুঞ্জের এ সব লতাগণ।
হেন বুঝি গতায়াতে ডাকিছে তোমাকে নিতে
ত্যজ সখী বিলম্ব গমন ॥
মদন তরঙ্গ হইতে কুচকম্ভ হইয়া তাথে
সূচায় রমণ হার সাথে।
কুচকুম্ভ আপনার তাথে সুধা তুষার ধার
জলধার সমহার তাথে ॥
রতিরণ সজ্জ রঙ্গে কর নিজ সখী সঙ্গে
তুমি পরবীণ রতিরণে।
কিঙ্কিণি ভিণ্ডিমি বাদ্য বাজাইয়া চল সদ্য
ত্যজি সব লাজ এইক্ষণে ॥
ধরিয়া সখীর হাতে লীলায় চলহ সাথে
লইয়া পাঁচ লাখ কামবান।
বলয়ার ধ্বনি করি আহ্বান করিয়া হরি
রণে মাগে সেই তোমার স্থান ॥
রাজার নন্দিনী হইয়া সখী সেনাগণ লইয়া
রণেতে কাতর অপযশ।
কবি জয়দেব কয় যাইয়া কর রণ জয়
দেখ গিরিধরের সাহস ॥

সেই সখী ঝুঝাইয়া বলেন পুনর্ব্বার। কৃষ্ণের বিশিষ্টগুণ যত আছে আর।।
শুন সখী উৎকণ্ঠা হইয়া সেই হরি। চিত্ত ভ্রম হইয়া বলে তোরে নমস্করি ॥
সেই রাধা নিকটে আসিয়া আমা দেখে। দেখিয়া মদন কথা বলে নানা সুখে
প্রলাপ করিয়া করি করে আলিঙ্গন। অতি প্রীতে মোর সঙ্গে করয়ে রমণ ॥
তমাল বনে বৈসে অতি অন্ধকারে। নিকুঞ্জে বসিয়া সেই রঙ্গে তোর তরে ॥

আকুল হইয়া হরি এ সব চিন্তাতে।
নিরন্তর তোমারে দেখিষে চারি ভিতে।।

দেখে পুলকিত হয় দেখে আনন্দিত। পুনর্ব্বার অপসন্দ হয় আচম্বিত ॥
রাধা এল বলে উঠে করয়ে গমন। তোমা না দেখিয়া মূর্চ্ছা হয় ঘনে ঘন ॥
অতএব গমন করিতে কর মতি। যাত্রা করিবার যোগ্য এই ভাল রাতি ॥
অন্ধকারে যাইতে বেশ করহ উচিত। কাল কাল অলঙ্কারে হও বিভূষিত ॥
দুই চক্ষু অঞ্জনেতে করহ রঞ্জন। শ্রবণে তমাল গুচ্ছ কর নিয়োজন ॥
নীল নীল মালা লইয়া নিজ শিরে। কস্তুরীর পত্র লও কুচের উপরে ॥
শুন সখী সর্ব্বব্যাপী এই অন্ধকার। প্রতি অঙ্গ আলিঙ্গন কর যে প্রিয়ার
নীল নলিন বর্ণ নিচোল হ'তে সে সুন্দর। প্রিয় স্থান যেতে সে সুখ নিরন্তর
যে ধূর্ত্ত সকল করে নারীকে বঞ্চন। অভিসার করিতে সত্বর যার মন —
তাঁর প্রতি সুখ দাতা এই অন্ধকার। কার ঠাঞি কদাচিত কর অভিসার ॥
অতএব কুঞ্জেতে না কর বিলম্ব। কৃষ্ণ স্থানে গমন কর ত্যজ দম্ভ ॥
একথা শুনিয়া রাধা করে অভিসার। তাথে কিবা হইল শোভা ঘন অন্ধকার
মঞ্জুরী সহিত তমালের দলচয়। তাথে হৈতে নীলবর্ণ অন্ধকার হয় ॥
আর দেখ কুঙ্কুম সদৃশ গৌর অঙ্গ। হেন অভিসারিকা নায়িকা হেন রঙ্গ ॥
তাঁর দেবাশ্রয়ে রেখা প্রায় হইয়া। সেই অন্ধকারে পুন মিলিল আসিয়া ॥
যেন সোণা কসিবারে কৃষ্ণবর্ণ শিলা। তাথে হেম রেখা প্রায় বিস্তার হইলা
অভিসার করে রাধা এমত প্রকারে। সখীগণ সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ অনুসারে ॥
আনন্দে মগন হইয়া নাচে উচ্চ মুখে। কুঞ্জের দুয়ারে গেলা মনের কৌতুকে

তাথে অলি করে কেলী হইয়া মনলোভা।
রাধার গমনে দ্বার কিবা হইল শোভা ॥

হারের মধ্যেতে আছে মণিগণ যত। কাঁচলির হেম ডোরে মণি আছে কত
কনক নূপুরে সেহ মনিতে রচিত। করের কঙ্কণ মণিগণেতে জড়িত ॥
এ সব অঙ্গের ছটা তাঁহার ছটায়। করায় বহুত দীপ্ত দিন কয় প্রায় ॥
এমন সুন্দর এই নিকুঞ্জ ভবন। তাহাতে আছেন কৃষ্ণ মদন মোহন ॥
তাঁর দ্বারে যাইয়া সেই বৃষভানুসুতা। কৃষ্ণচন্দ্রে দেখে বড় হইল লজ্জিতা ॥
ইহার মধ্যেতে রাধার প্রিয় সখী। সেই প্রিয় কথা কহে লজ্জাযুত দেখি ॥
এই কুঞ্জে করহ বিলাস। প্রবেশ করহ রাধে মাধবের পাশ ॥
সুন্দর নিকুঞ্জ তলে যেই কেলি বাসে। হাস্যমুখ হব তোর রতি রভসে ॥
লই শয্যা কৈল নব অশোকের দলে। তরল করহ হার কুচকুম্ভ স্থলে ॥
কুসুমে রচিত কৈল সেই বাস গেহ। যেন ফুল হ'তে তোর কমলের দেহ।
সুশীতল মলয় পবন বহে যা'তে। রতি যুগ সুললিত গান কর তা'তে ॥
এ ঘর নিবিড় বহু নবলতা দলে। যাইয়া জঘন নিজ করহ সফলে ॥
যেই কুঞ্জে মধু খাইয়া গান করে অলি। কামশরে রসবতী কর যাইয়া কেলি
শিশুগণ সুমধুর করয়ে নিনাদ। দাড়িম্ব দশন ধনি ঘুচাহ বিষাদ ॥
লাজ তাজি মিলন করহ কুঞ্জ ঘরে। জয়দেব কহে তুষ্ট কর গিরিধরে ॥
ইহার অন্তরে সখী রাধার সম্মুখে। রাধাকে বিষন্ন দেখি কহেন কৌতুকে
তোর উচ্চ কুচ আর নিতম্ব গুরুতর। এই ভাব হেতু তোর গমন মন্থর ॥
হেন তোর অঙ্গ কৃষ্ণ বহুদিন হইতে। হৃদয়ে রহিতে বড় শ্রান্ত হইল তা'তে
কন্দর্প হইতে পুনঃ বড়ই তাপিত। বহু শ্রমে এই তাপে হইলা পিপাসিত ॥
অমৃতে পূরিত রাধে তোর বিম্বাধর। পান করিবারে ইচ্ছা যায় দামোদর ॥
সেই হেতু কৃষ্ণ বক্ষে করহ শোভন। হাসিতে অমৃত দিয়া সুখী কর মন ॥
যদি বল অভিপ্রায় না জানি ইহার। কেমনে কৃষ্ণের কোলে প্রবেশ আমার
এই সব সঙ্কোচ করহ যবে মনে। সমাধা করি যে তার শুন সাবধানে ॥

তোর ভুরু আক্ষেপণ সেই মহাধন।
তা’তে কিনা দাস তুল্য করেছ সে জন ॥
নিত্য তোমার পাদপদ্ম করয়ে সেবন। হেন ক্রীত জনেতে সম্ভ্রম অকারণ
এ সব সখীর কথা শুনে সেই রাধা। উছলিল চিত্ত তার মনে গেল বাধ ॥
সাধ্বস সহিত চিত্ত আনন্দিত হইয়া। মণিময় নুপুর চরণেতে পরিয়া ॥
গোবিন্দ দর্শন লাগি তরল লোচন। প্রবেশ করিল রাধা নিকুঞ্জ ভবন ॥

শ্রীরাধা নিরখত হরিরূপ শোভা।
হরষিত বদন মদন করি মানস
রাধা রাত রসলোভা ॥
নিরখিতে বৃকভানু সুতামুখ বিকশিত
উপজিল মনে অনঙ্গ।
যেন বিধু-মণ্ডল দেখিয়ে পয়োনিধি
বাড়ল মদন তরঙ্গ ॥
অতি লম্বিত নিরমল মুকুতা ফল-হার
উপর ঔরু মাঝে।
যেন যমুনার জল উপর সুললিত
কুচতর ফেন বিরাজে ॥
শ্যামল বরণ কলেবর কোমল
পীতবসন কটিদেশে।
যেন নীল নলিন মূল কৈল বন্ধন
প্রীত পরাগ অশেষে ॥
তরল কটাক্ষ হইতে খঞ্জন
অরুণ বরণ রতি রাগে।
যেন কমলে শোভে সুন্দর খঞ্জন
শারদ সরোয়ে ভাগে ॥

মুখ কমলের কিবা পয়কাশ কর কি
সুন্দর কুণ্ডল শোভা।
ঈষৎ হাস্যাধর করি উলসিত
রাধা রতি রস লোভা॥
জলধর মাঝে উদয় শশি কিরণ
তে কুল কুণ্ডল জালে।
তিমির হইতে কিবা উঠিল শশী মণ্ডল
চন্দন তিলক কপালে॥
অতি পুলকে তনু কণ্টক সীদৃশ
আওল রতি রণ কাজে।
মণিগণ কিরণ হইতে অতি উজ্জ্বল
ভূষণ সুন্দর সাজে॥
শ্রীজয়দেব ভণিত শুন সুন্দরী
ত্যজহ সাধ্বস লাজে।
গিরিধর সহিতে বিহরিবে কর রতিরস
কুঞ্জ নিকেতন মাঝে॥

ইদানী সে প্রিয়তম দর্শন সময়ে। রাধার নয়নে কত হর্ষে অশ্রু বহে॥
দুই নয়নের অন্ত হইতে ডিঙাইয়া। কর্ণপথ পর্য্যন্ত গমন করিয়া॥
গমনের প্রয়াস হইতে অশ্রু যত। বড়ই তরল হইয়া পড়ে তার মত॥
ঘর্ম্ম জল পড়ে যেন শ্রমের কারণে। হর্ষ জল পড়ে তেন কৃষ্ণ দরশনে॥
সেই রসে গৃহে কৃষ্ণ কুসুম শয্যাতে। রতিরস পাশে বাস করেছে তাহাতে
সেই শয্যা নিকটে রাধার অভিসার। প্রিয়া মুখ দরশন করে বার বার॥
রাধার সঙ্গেতে আছিল প্রিয় সখী। কৃষ্ণ কহে রাধা লইয়া যাবে হাস্যমুখী
কর্ণকণ্ডু ছলে হাস্য করি নিবারণ। ঘর হৈতে বাহির হইলা সখীগণ॥
কৃষ্ণ কহে একা রাধা থাকে কুঞ্জ ঘরে। এক দৃষ্টে কৃষ্ণ মুখ নিরীক্ষণ করে

নয়ান কটাক্ষ বাণ করে আরোপণ। এমন সুন্দর সেই কৃষ্ণের বদন॥
দেখে সেই মুখ করি রাত রণ সজ্জা। লজ্জাযুত রাধিকার দূরে গেল লজ্জা
সখীগণ গেলে রাধার লজ্জা মন্দ হয়। নির্ভয়ে কামের শরে রসের উদয়॥
সেই অভিপ্রায় হয় মন্দ মন্দ হাস। তাহাতে হইল স্ফুট অধর উল্লাস॥
নবীন পল্লব শয্যা হইয়াছে বিস্তার। অর্পিত করেন দৃষ্টি তাতে পুনর্ব্বার
হেন রাধিকারে দেখে সরস মানস। তাহাতে কহেন কৃষ্ণ বচন সরস।

গীত।

রাধা এক তিলে দেখ মোরে।
আসি নারায়ণ শরণ লইনু তোরে॥
নবীন পল্লব করাহ প্রবেশ
ওপদ কমল দ্বয়।
তোমার পায়ের অরি কিশলয়
যেন পরাভব হয়॥
কর-সরসিজে পূজি তুয়া পদ
তোমারে আনিল দ্বারে।
শয্যার উপরে নূপুর সদৃশ
তিল আধ কর মোরে॥
মুখচন্দ্র হইতে কথা সুধাসম
বল হয়ে অনুকুল।
স্তন উপরের ঘুচাই বসন
বিরহের সমতুল।
মোর রতি রসে যেন পুলকিত
ও দুর্লভ হয় পয়োধর।
মোর উরে রাখ সে কুচ কলস
কাম তাপ দূর কর॥

বাঁচাহ অধর- সুধারস দিয়া
মৃত সম এই দাসে।
বিরহ-আগুণে দহে মোর তনু
মন গেল তোর পাশে ॥
পিকু শব্দে মোর শ্রবণ বিকল
তাতে কর কণ্ঠ নাদ।
শুন শশিমুখী বাজাইয়া কিঙ্কিনী
দূর কর অবসাদ ॥
আমাকে দেখিতে তোমার নয়ন
মুদিত হ'য়েছে লাজে।
মিছা কোপ করি হইয়াছ বিকল
ত্যজ দুঃখ রতি কাজে ॥
জয়দেব কহে শুনহ সুন্দরী
তোর কুচ অনুপম।
কর ধরি হরি করল উজল
গিরিধর নিজ নাম ॥

এই রতি আরম্ভের মধ্যে বিঘ্ন যত।
উত্তরে উত্তরে ক্রীড়াবৃদ্ধি হয় কত ॥
যদি বল কিসে হৈতে কোন বিঘ্ন হয়।
প্রত্যেকে প্রত্যেকে বলি শুনহ নিশ্চয় ॥
প্রথমে যে করিতে নিবিড় আলিঙ্গন।
পুলক অঙ্কুর তাথে সেই বিঘ্ন হয় ॥
যে ক্রীড়ার রসের অভিপ্রায় বিলোকন।
তাথে সেই নয়ানে নিমিষ ঘনে ঘন ॥

যে অধর সুধা পানে কথা বিচলিত।
সেই কাম-লতাতে আনন্দ হয় চিত॥
এই যা'তে যা'তে বিঘ্ন হইছে প্রকাশ।
সেই সেই বিঘ্ন হইতে পরম উল্লাস॥
ক্রীড়াতে বহুত প্রেম বিলাস বহুত। বিঘ্ন হইতে জন্মাইল এই অদ্ভুত॥
লোকে বলে সেই বিঘ্নেবন্দনাদি হয়। নানা ক্রীড়া বিশেষের কর যে সঞ্চয়
কুচ যুগে পীড়া পাইয়া রাধা যায় তাথে। অধর কর যে ক্ষত দশন আঘাতে
নখর আঘাতে সকল শরীর হয় ক্ষত। নিতম্ব দেশেতে করে পুনঃ পুনঃ হত
কেশ আকর্ষিয়া দেহ করয়ে লম্বিত। অধর অমৃত দিয়া কর যে মোহিত॥
হেন অবস্থাতে কান্ত কোন তৃপ্তি পাইল।
নিজ অঙ্গে পীড়াতেই কিবা সুখ লইল॥
এই বড় আশ্চর্য্য শুনিতে চমৎকার। মদনের বামাগতি বটে সারোদ্ধার॥
রতি কেলি মহাযুদ্ধ তাহার প্রথমে। কান্তজয় নিমিত্ত রাধিকা সংভ্রমে॥
কৃষ্ণের উপরে কৈল ভর্ত্তাকে রাধিকা।
সেই হেতু নাম তার স্বাধীন ভর্ত্তৃকা॥
নিজ অঙ্গ ভূষা হেতু বাঞ্ছা করে মনে।
রতি- শ্রান্ত কান্ত প্রতি বলেন বচনে॥

গীত।

রাধা সরস জানিয়া নিজপরি॥
আনন্দ বাজারে কত রতি করে নন্দ সুত
সেই কালে বলে তার প্রতি॥
শ্রীযদু নন্দন শুন চন্দন হইতে তুন
শীতল তোমার দুই হাতে।
মোর দুই কুচতট কামের মঙ্গল ঘট
মৃগ মদ পত্র দেহ তাতে॥

অলিকুল জিনে কাল কজ্জল উজ্জল ভাল
গড়েছে ও অধর চুম্বনে।
সুন্দর করিয়া সেই উজ্জ্বল করহ এই
কামবাণ লোচন মোচনে ॥
কুরঙ্গ সদৃশ নেত্র তার দরশনের ক্ষেত্র
এই মোর সুস্তন মণ্ডল।
তাহাতে পরহ আসি মদনের ছুটি কাঁসি
মণিময় মকর কুণ্ডল ॥
কমল জিনিয়া মুখে তার উপর সম্মুখে
অলঙ্কার করহ সাজন।
যেমন ভ্রমরগণ তাথে কর বিচরণ
যেন মুখে হাসে সখীগণ ॥
আমার ললাট শশী বড়ই শোভার রাশি
ঘুচাহ ইহার শ্রম জল।
কস্তূরি তিলক পঙ্ক দিয়া কর সকলঙ্ক
মনোরথ করহ সফল ॥
আমার রুচির কেশ তার কর নানা বেশ
মদনের ধ্বজের চামর।
এলাল করিতে রতি ফুলশর দিয়া তথি
ময়ুর পুচ্ছ দেহ তদুপর ॥
জঘন নিবিড়তর সরস সুমনোহর
কাম-করি-বরের আদর।
ইহাতে যতন করি পরাহ বসন হরি
আভরণ কিঙ্কিণী সুন্দর ॥

জয়দেব বলে বাণী শুন রাধা ঠাকুরাণী
সীমা নাহি ভাগ্যের তোমার।
হইল বড় তোর যশ গিরিধরে করি বশ
ত্রিভুবন জন রস যার॥

বড় বশ হইলা কৃষ্ণ তাঁর প্রেম রসে। পুনর্ব্বার বলে কৃষ্ণ সুমধুর ভাষে॥
মৃগমদ পত্র দেহ মোর কুচ স্থলে। ভাল ক'রে চিত্র কর আমার কপালে॥
জঘনে ঘটাই মোর কনক কিঙ্কিণি। মালাতে কেশের বেশ করহ আপনি
দুই করে পরহ বলয়া দুই স্তন। দুই পায়ে নূপুর করহ আরোপণ॥
রাধিকা বলিলা যদি এ সব বচন। শুনিয়া হইলা কৃষ্ণ আনন্দিত মন॥
ত্রিভুবনের পতি অতি পিরীতের রসে। হইলা অধীন রাধিকার প্রেমরসে॥
যেই খানে যে বেশ করিতে যে বলিল।
অতি প্রীতে পীতাম্বর সে বেশ করিল॥
ইহার অন্তরে জয়দেব বিলক্ষণ। এ সব কৃষ্ণের লীলা করিলা বর্ণন॥
দৈন্য ভাবে আপনি বলেন মহামতি।
কৃষ্ণ ভক্ত রসিক উত্তম জন প্রতি॥
সঙ্গীত শাস্ত্রেতে যে যে করিল বিধান।
স্বর গীত নানা ভেদ রাগ তাল মান॥
এ সকল গান্ধর্ব্ব গানেতে নিপুণতা।
এই যে হইল কিছু ইহাতে কবিতা॥
আর এক ভগবান্ কৃষ্ণের বিষয়ে।
লীলা অনুসারে ধ্যান করিল নিশ্চয়ে॥
আর তাঁর ব্রজ লীলা অতি প্রেমরসে।
শৃঙ্গার বর্ণন সে করিল বিশেষে॥
আমি সে পণ্ডিত জয়দেব নামে কবি।
কৃষ্ণে আত্মা সমর্পিয়া কৃষ্ণ পদ সেবি॥

শ্রীগীতগোবিন্দে বর্ণিল এই সব।
রাধা মাধবের কেলি কলার বৈভব॥
মহা বুদ্ধিমন্ত তেই কৃষ্ণ ভক্তগণ।
আনন্দিতে এই সব করহ শোধন॥
কৃষ্ণভক্তি-রসে চিত্ত সদাই মগন।
ভাল মন্দ বিচার করিতে বিলক্ষণ॥
শ্রীকৃষ্ণ কথাতে তোমাদের সদা রতি।
অতএব এই কাব্যে করিবেন মতি॥
রচনা করিল জয়দেব মহাশয়।
এই কাব্য শৃঙ্গার মোহন মন্ত্র হয়॥
এ জগতে সেই মন্ত্র উদয় যাবত।
নিজ নিজ গুণ সবে ত্যজহ তাবত॥
সুমধুর মধুর লীলা হইব তোমার।
সাকার হইবে তুমি কাঁকড় আকার॥
স্বাদুমুখ্য ভাই দ্রাক্ষা কে তোমা দেখিবে।
অমৃত তোমারে মৃততাবৎ হইবে॥
রসাল তাবত কাল ক্রন্দন করিবে।
রসিক ভকত জনে ক্ষীর নীর বুঝিবে॥
নিরন্তর সুধাসম তুমি কান্তা-ধর।
যাহ ধরণী তল তাবত সত্বর॥
এই জয়দেব কবিতা সর্ব্বসার।
ইহা হৈতে মধুর কোথাও নাহি আর॥
সুধা সম শ্রবণে স্মরণে খণ্ডে পাপ।
গানে মুগ্ধ ত্রিভুবন যায় মনস্তাপ॥

হেন জয়দেব কাব্য রচনা সংস্কৃতে।
ভাঙ্গিয়া করিল আমি সক্ত প্রাকৃতে ॥
এই দোষ ক্ষমিবে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণ।
বৈষ্ণবের আজ্ঞা হেতু আমার রচন ॥
সমাপ্ত করিল গজ ইক্ষু রস সোমে।
কৃষ্ণপক্ষে আষাঢ়ের দিবস পঞ্চমে ॥
পটের তৃতীয়ে কর মধ্যেতে আকার।
সেই নদীর নিকটে কেবল পূর্ব্বধার ॥
ইন্দ্রের বাহন পরে দময়ন্তী পতি।
বিরচিল সেই গ্রামে করিয়া বসতি ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দ মহাকাব্যে প্রাকৃত ভাষায়াং স্বাধীন ভর্তৃকা বর্ণনে সুপ্রীত পীতাম্বর নাম দ্বাদশ সর্গ।

মহাত্মা শ্রীমৎ বিহারী লাল রাম মহোদয়ের সপিণ্ডকরণ বাসরে তদীয় মহাপ্রস্থান জনিত স্মৃতি-সম্বর্দ্ধনা।

(১)

হে দেব, ভক্তির মূর্ত্তি খুল্লতাত মম,
একটি বছর হলো, গিয়াছ ছাড়িয়া ;
মনে হয় দশ দিক্ যেন অন্ধতম ;—
অন্ধকারে আছি পড়ে তোমা না দেখিয়া ॥

(২)

জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালি ভক্তি-স্নেহ দিয়া
ঘুচাইতে আমাদের মনের আন্ধার ;
তোমার শ্রীপদাম্বুজে নয়ন রাখিয়া
শুনিতাম ভক্তি-কথা বিবিধ প্রকার।

(৩)

একটি বছর হলো সে পুণ্য-মূরতি
হয়েছেন আমাদের নেত্র-অগোচর।
তথাপি সে সমুজ্জ্বল শ্রীঅঙ্গ-স্ফুরতি,
মানস-মুকুরে বিরাজিত নিরন্তর ॥

(৪)

একটি বছর হলো যদিও এখন
নীরব হয়েছে কণ্ঠ মধুর গম্ভীর,
তথাপি ঝঙ্কার তার করি গো শ্রবণ ;
ওহে দেব দয়াময় প্রেম-ভক্তি-বীর

(৫)

তোমার সে পুণ্য-বাণী পরশি শ্রবণে
জাগাইত আমাদের পুণ্য ভাবচয় ;
আজি কিন্তু সেই সব তব অদর্শনে
শুধু মাত্র হইয়াছে স্মৃতির বিষয় ;

(৬)

ভীষ্মের মতন তুমি ছিলে এ ধরায়
সেইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ, কর্ম্মী, স্বার্থহীন,
সেইরূপ সুপ্রতিজ্ঞ কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায়,—
সেইরূপ গৌরবার্হ ;—অথচ সুদীন।

(৭)

ছিল না অভাব কিছু,—তবু দীন ভাবে
জীবনের প্রতি দিন যাইত তোমার ;
কত সদ্‌গুণ লয়ে এসেছিলে ভবে,
ছিলে তুমি শত শত গুণের আধার !

(৮)

অজ্ঞ মোরা বুঝি নাই কত গুণ-খনি
ছিলে তুমি ভক্তবীর মানব সমাজে ;

খনি মাঝে থাকে যথা লুক্কায়িত মণি
ছিল কত গুণরাশি তব চিত্ত-মাঝে ।

(৯)

তোমার গম্ভীর মূর্ত্তি, গম্ভীর প্রকৃতি
স্মরণে জাগায় হৃদে গৌরবের ভাব,
মরণেও হয় নাই তাহার বিকৃতি ;
আকারে অঙ্কিত ছিল তোমার স্বভাব ।

(১০)

প্রীতির নয়নে তুমি দেখিতে সবারে,
ঈর্ষা দ্বেষ তব চিত্তে না পাইত স্থান ;
সবাই পূজিত তোমা প্রীতি-উপহারে ;
লভিতাম তব পাশে প্রীতির সন্ধান ।

(১১)

কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান-ভক্তি সাধনের ধন,—
বিকশিত হেরিতাম তোমাতে সতত ;
তুমি ছিলে আমাদের সর্ব্বস্ব সম্বল,
লভিয়াছি নিরন্তর শিক্ষা শত শত ।

(১২)

কিবা কর্ম্ম কিবা জ্ঞান কিবা ভক্তি, ধ্যান,
সর্ব্ববিধ সাধনায় ছিলে তুমি ব্রতী ;
সর্ব্ব সামঞ্জস্য পূর্ণ ছিল তব প্রাণ
সকল বিষয়ে তুমি ছিলে সম কৃতী ।

(১৩)

সত্যব্রত, সত্যে স্থিত, সদা সত্যসার
সত্যের সেবক তুমি ছিলে নিরন্তর ;
প্রগাঢ় সত্যেতে গড়া জীবন তোমার,—
সত্যে বিরাজিছ তুমি, নেত্র-অগোচর ।

(১৪)

সৎচিৎআনন্দময় অমৃতের ধাম
সিদ্ধ ভক্তগণ-লভ্য নিত্য নিকেতন,—
তথায় লভেছ দেব তুমি গো বিশ্রাম—
লীলা রসময় সেই শ্রীবৃন্দা-কানন ।

(১৫)

দেখিতেছ এবে বুঝি যমুনা-লহরী ?
যাহার শ্যামল তটে শ্যামল স্থুন্দর
করে ধরি ব্রহ্ম-বেণু মধুর মুরলী
আকর্ষয়ে প্রেমিকের চিত্ত নিরন্তর ।

(১৬)

আরো বুঝি নেহারিছ কৃষ্ণলীলা স্থান
তব প্রিয়তম কবি জয়দেব বর্ণিত ?
স্থচির-বাঞ্ছিত তব সেই স্থধা-গান
বরষে কি কর্ণে তব গোবিন্দ-চরিত ?

(১৭)

নিবীড় জলদ-জালে মেদুর গগন,
শ্যামলিমা বনভূমি শোভে ফলে ফুলে ;
দেখিছ কি এবে শ্যাম তমালের বন
রহঃ-কেলি যুগলের কালিন্দীর কুলে ?

(১৮)

দেখিতেছ বুঝি তুমি বসন্ত-বৈভব
কবিবর-বিবরিত শ্রীবৃন্দাকাননে ?
জয়দেব কবি কুঞ্জে—সে কাব্য গৌরব,—
ললিত লবঙ্গ লতা-নৃত্য সমীরণে।

(১৯)

মধুকর-করম্বিত সে কুঞ্জ-কুটীর
অলিকুল-সঙ্কুলিত কুসুম-বাহার
মধুর কোমল সেই মৃদুল সমীর
সুগন্ধি কুসুমগন্ধে চিত্ত-চমৎকার।

(২০)

শুনিতে বাসিতে ভাল যে সব ঘটন
শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থে হয়েছে বর্ণিত ;
এবে বুঝি নিত্য তাহা কর নিরীক্ষণ
হয়েছে সফল বুঝি সে চির-বাঞ্ছিত ?

(২১)

মধুগন্ধ-লুব্ধ মধুকরের গুঞ্জন,
কুসুমে কুসুমে বসি বসন্ত বাসরে,
চুতের মুকুল প্রিয় কোকিল কুজন
শ্রবণে পশিছে নিত্য মধুর ঝঙ্কারে।

(২২)

এহেন আনন্দময় শ্রীবৃন্দা-কাননে
রাধাকৃষ্ণ রাসলীলা, তাহে রাধা-মান,—
যাহা তুমি মহানন্দে করিতে শ্রবণ ;
এবে পাইতেছ তার প্রত্যক্ষ সন্ধান।

(২৩)

অভিসার, বাস সজ্জা উৎকণ্ঠা-বর্ণন,
বিপ্রলব্ধা খণ্ডিতাদি সে দুর্জ্জয় মান ;
এবে করিতেছ বুঝি প্রত্যক্ষ দর্শন ?
প্রেমিক-সমাজে তুমি অতি ভাগ্যবান্ ;

(২৪)

শ্রীগীতগোবিন্দ-গ্রন্থ-আস্বাদন-তরে
ছিল তব বলবতী তৃষ্ণা অবিরাম,
মূল টীকা অনুবাদ বিবিধ প্রকারে
প্রকাশ করিয়া পূর্ণ কৈলা মনস্কাম।